বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

Bangladesh Petroleum Corporation

প্রধান কার্যালয় : বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম।

ঢাকা লিয়াজোঁ অফিস : বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

ওয়েব : www.bpc.gov.bd

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০২১

সম্পাদনা সমন্বয়ক

জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
এবং
সচিব , গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদনা সহযোগী

জনাব মোঃ সামসুদ্দোহা, পরিচালক (বিপণন), বিপিসি
সৈয়দ মেহেদী হাসান, পরিচালক (পরিচালন ও পরিকল্পনা), বিপিসি
জনাব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, পরিচালক(অর্থ), বিপিসি
জনাব মোঃ লাল হোসেন, সচিব, বিপিসি
জনাব আবু হানিফ, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (বাঃ ও অপাঃ), বিপিসি
জনাব ইউসুফ হোসেন ভূইয়া, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা), বিপিসি
জনাব এটিএম সেলিম, মহাব্যবস্থাপক (হিসাব), বিপিসি
প্রকৌশলী মোঃ রাশেদ কাউছার, মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

তথ্য ও সমন্বয় সহযোগী

মোছা সিরাজুম মুনিরা, ব্যবস্থাপক, প্রশাসন ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিপিসি
জনাব মো: আহম্মদুল্লাহ, উপ-ব্যবস্থাপক, বিপিসি
মিরাজুর রহমান, কনিষ্ঠ কর্মকর্তা, বিপিসি

মুদ্রণ
মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
২৭৮/৩ এলিফেন্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা
মোবাইল: ০১৮১৮২৫৭৬৪৪
ইমেইল: modinapublishers@gmail.com

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

“আমার জীবনের একমাত্র কামনা বাংলাদেশের মানুষ যেন খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

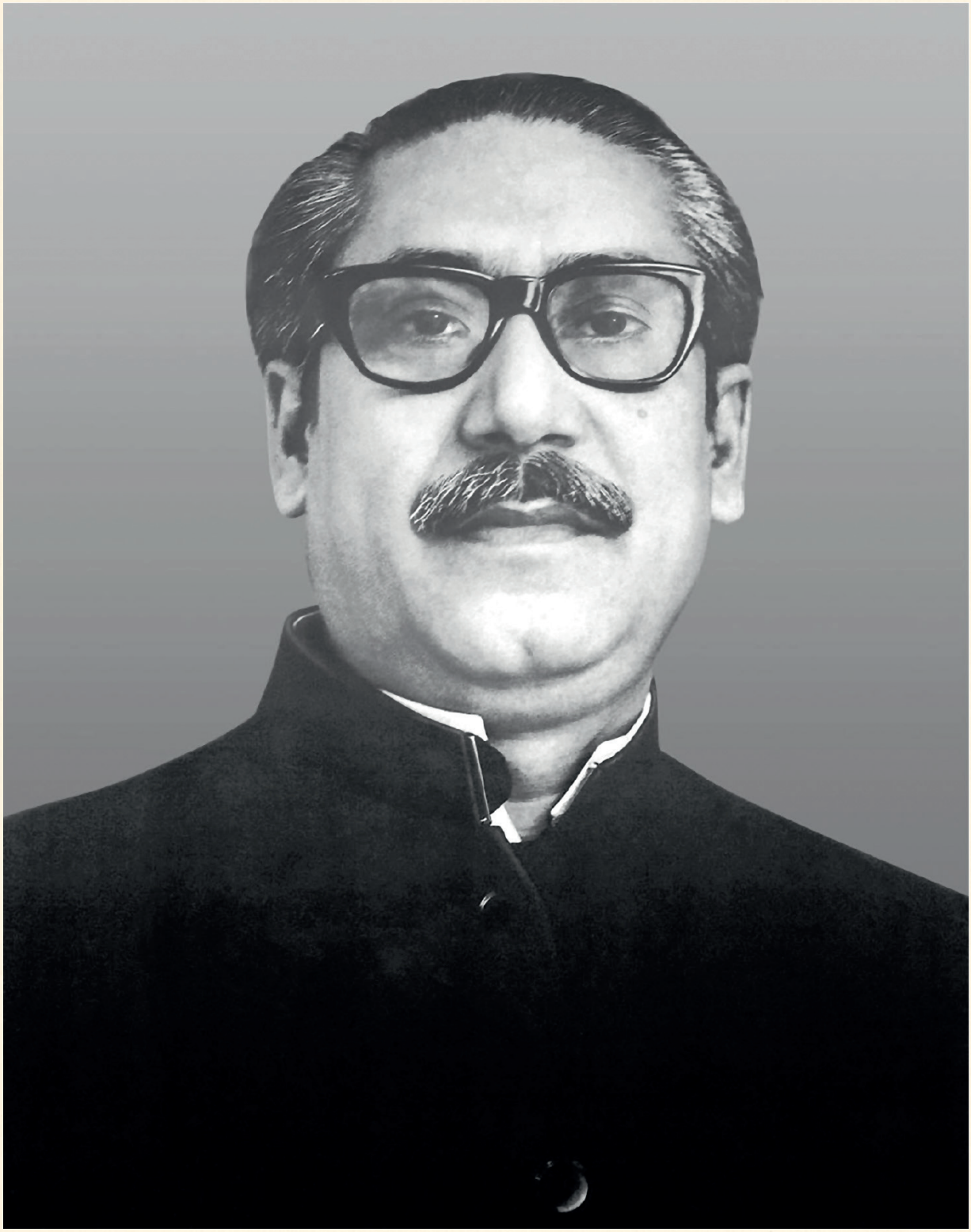

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১ মাঘ ১৪২৭
২৫ জানুয়ারি ২০২১

বাণী

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সরকার জ্বালানি খাতের নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের কারণে গত ১২ বছরে দেশের জ্বালানি মজুদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানি খাতের উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন ক্রমদৃশ্যমান। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.২০ লক্ষ মেট্রিক টন যা মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় আগামি ২০২৩ সালের মধ্যে আরও ৫ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পাবে। দেশের সর্বস্তরের এবং সকল প্রান্তের জনগণের জন্য একই মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেলের প্রাপ্যতা ইতোমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে।

জ্বালানি তেল বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য দেশব্যাপী পরিকল্পিত পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্রে নোঙরকৃত জাহাজ হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে চট্টগ্রামে জ্বালানি তেল সরবরাহের জন্য সিঙ্গেল মুরিং পাইপলাইন স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহের জন্য ২০৫ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম-ঢাকা পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেশি বিদেশি উড়োজাহাজে নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে জেট ফুয়েল সরবরাহের জন্য শীতলক্ষ্যা নদী হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত পিতলগঞ্জ-কুর্মিটোলা জেট ফুয়েল পাইপলাইন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে কম খরচে ও কম সময়ে তেল সরবরাহের লক্ষ্যে ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন নির্মিত হচ্ছে । জ্বালানি তেল পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইস্টার্ন রিফাইনারি ইউনিট-২ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিশ্ব আজ প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের আঘাতে বিপর্যস্ত। জ্বালানি খাতের প্রত্যেক কর্মী একনিষ্ঠ এবং নিরলসভাবে কাজ করার ফলে এই দুর্যোগের সময়েও সারাদেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে ।

আমি আশা করি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা শেখ বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়তে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমি 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন'-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বংগবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

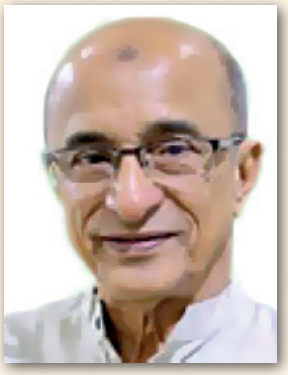

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক
উপদেষ্টা
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১ মাঘ ১৪২৭
২৫ জানুয়ারি ২০২১

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল দুরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ অ্যাবানড্যান্ড প্রোপার্টি আদেশ (পিও নং ১৬, ১৯৭২) এর মাধ্যমে পাকিস্তান ন্যাশনাল ওয়েল কোম্পানি লিঃ, এ্যাসো ইস্ট্রার্ণ ইনকর্পোরেশন, দাউদ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড, বার্মা ইস্টার্ণ লিঃ, ইত্যাদি অধিগ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি তেল খাতকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা ছিল অন্যতম। সেই যুগান্তকারী ও দুরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ স্বীয় জ্বালানি সম্পদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে। তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিষণ-২০২১ এবং ভিষণ-২০৪১ এর অন্যতম লক্ষ্য, বিদ্যুৎ খাতে শতভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। জ্বালানি তেল খাতে পূর্ণ নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সঠিক পরিমাপ এবং গুণগত মানসম্পন্ন জ্বালানি তেলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণ এবং অর্থনৈতিক ক্রমউন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা রেখে চলছে। যার ফলশ্রুতিতে দেশের প্রতিটি স্থানে একই মূল্যে জ্বালানি তেলের প্রাপ্যতার অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। এমনকি জাতির ক্রান্তিকালে, কোভিড মহামারীর সময়েও বিপিসি'র দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের নিরলস পরিশ্রম দেশব্যাপি জ্বালানি তেলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বংগবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

তৌফিক-ই-ইলাহি চৌধুরী, বীর বিক্রম, পিএইচডি

“আজকের যে বাংলাদেশ তা অর্ধ-দশক আগের বাংলাদেশের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বাংলাদেশ। আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষ আজ অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। যে-কোনো অসাধ্য সাধনে অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয়ী, সঙ্কল্পবদ্ধ।”

বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট এন্ড পলিসি সামিট ২০১৬ এর উদ্বোধনী ভাষণে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১ মাঘ ১৪২৭
২৫ জানুয়ারি ২০২১

বাণী

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদন প্রকাশের শুভ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৪ই মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975 এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। যেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ) ও রূপকল্প ২০৪১ (উন্নত দেশের মর্যাদা) অর্জনে জ্বালানি চাহিদা পূরন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের জ্বালানি তেলের প্রাক্কলিত চাহিদা ২০১৯-২০ অর্থবছরে দাড়িয়েছে ৬৫.১৫ লক্ষ মে.টন। এই সার্বিক চাহিদার ৮% যোগান আসছে স্থানীয় উৎস থেকে এবং অবশিষ্ট ৯২% আমদানির মাধ্যমে। ২০০৯ সালে দেশের সার্বিক চাহিদা ছিল ৩৩.২৬ লক্ষ মে.টন যার বিপরীতে মজুদ ক্ষমতা ছিল ৯ লক্ষ মে.টন, যা তৎকালীন চাহিদার ০১ মাসেরও কম ছিল। সে অবস্থা থেকে বেরিয়ে বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.২০ লক্ষ মে.টন, তন্মধ্যে ডিজেল ধারণ ক্ষমতা ৬.২৭ লক্ষ মে.টন যার দ্বারা স্বাভাবিক সময়ে দেশের প্রায় ৪৫ দিনের চাহিদা পূরণ সম্ভব। এই মজুদ সক্ষমতা আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে ১৮ লক্ষ মে.টনে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জ্বালানি তেলের উৎসের বহুমুখীতার আওতায় ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারী হতে তেল আমদানির জন্য ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন এগিয়ে চলেছে। জ্বালানি পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইস্টার্ণ রিফাইনারী ইউনিট -২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবহন এবং বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

আমি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বংগবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি

“জনগণকে ইসলাম ও মুসলমানের নামে শ্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেয়া যায় না। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা তাদের ধর্ম ভালোবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি করতে তারা দেবে না।”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
অসমাপ্ত আত্মজীবনী

সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

১১ মাঘ ১৪২৭
২৫ জানুয়ারি ২০২১

বাণী

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস বার্ষিক প্রতিবেদন সন্নিবেশিত তথ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনে জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বতর্মান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিগত এক দশকে জ্বালানি তেল সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন এবং এলপিজি সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ০৯ লক্ষ মে.টন হতে ১৩.২ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে, যা আগামী ২০২৩ সাল নাগাদ আরও ০৫ লক্ষ মে.টন বৃদ্ধি পাবে। জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণে বর্তমানে ৫০% টেন্ডারের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ৫০% তেল জি টু জি (G to G) পদ্ধতিতে আমদানি করা হচ্ছে।

প্রতিবেশি দেশ থেকে সহজে জ্বালানি তেল আমদানি ও পরিবহনের জন্য ১৩০ কি.মি. আন্তঃদেশিয় পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এই পাইপলাইন শুধুমাত্র দেশের উত্তরাঞ্চলের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতেই সহায়ক হবে তাই নয়, এর মাধ্যমে জ্বালানি খাতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ।

জ্বালানি খাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৮; বেসরকারি পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৯; ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং অয়েল রি-রিফাইনিং প্ল্যান্ট স্থাপন নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের জ্বালানি তেল উৎপাদন, আমদানি ও সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ আনিছুর রহমান)

“নৈতিকতাবোধ লুপ্ত হয়ে গেছে, মূল্যবোধ চলে গেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং লোভ গ্রাস করছে গোটা সমাজকে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, কর্তব্যবোধ, সহানুভূতি দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। স্বার্থপরতায় মানুষ অন্ধ হয়ে গেছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনাহার, অবিচারের শিকার নিরীহ অসহায় মানুষ। তাদের কথা ভাববার সময় খুব কম মানুষেরই রয়েছে।”

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
শেখ হাসিনা রচনাসমগ্র ১

উ প ক্র ম ণি কা

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদনে ৩০ জুন, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরে কর্পোরেশন এবং এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম সন্নিবেশ করা হয়েছে।

শতাব্দীর ভয়াবহতম বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে বিগত বছরসমূহের তুলনায় এ বছর জ্বালানি তেলের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। ফলে জ্বালানি তেল আমদানি ব্যয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রায় ২৯.৭৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে জ্বালানি পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় ১৬% হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ৩৭,৪৫১.২৪ কোটি টাকা মূল্যের পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয় করেছে এবং বিভিন্ন শুল্ক, কর, ভ্যাট, লভ্যাংশ ও উদ্বৃত্ত অর্থ ইত্যাদি খাতে ১৪,১২২.৮৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা বিপিসি ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহযোগিতা ও নিরলস কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি। এই আন্তরিক ও প্রত্যয়ী ভূমিকার জন্য আমি তাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাই।

জ্বালানি নিরাপত্তার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন নিজস্ব সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকীর মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম পণ্য বাজারকে নিয়ন্ত্রণের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে বেসরকারি খাতের ক্রম বিকাশ হচ্ছে। এছাড়া প্রথাগত জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার প্রসারিত হচ্ছে। এতে করে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ভূমিকায় প্রযুক্তিগত ও বিপণন দক্ষতার বহুমাত্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন হবে।

বর্তমান সরকারের আমলে বিপিসি'র আওতায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। যার জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না -তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো ভাষাই পর্যাপ্ত নয়। গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাচ্ছি জাতির পিতার প্রতি।

পরিশেষে, আমি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, বিপিসি পরিচালনা পর্ষদ ও সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

২৬ জানুয়ারি ২০২১

(মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক)
চেয়ারম্যান (সচিব)
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

“সরকারের জনসেবা প্রদানে নিয়োজিত সকল সদস্যই ‘পাবলিক সার্ভেন্ট’ হিসাবে বিবেচিত। আর পাবলিক সার্ভিসের মূলমন্ত্র হলো নাগরিকের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া। আপনারা জনগণের সেবক। আপনারা যে যেখানেই কাজ করবেন, আপনাদের সামনে থাকবে শুধু বাংলাদেশ এবং এ দেশের মানুষ।”

জনপ্রশাসন পদক ২০১৫ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের পরিচালনা পষর্দ	১৯
বিশ্ব জ্বালানি খাতের সার্বিক অবস্থা	২১
বাংলাদেশে জ্বালানি খাতের চিত্র	২১
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ভূমিকা	২১
রূপকল্প (Vision)	২২
অভিলক্ষ্য (Mission)	২২
প্রযোজ্য আইন ও বিধিসমূহ	২২
প্রধান কার্যাবলী	২৩
বিভাগসমূহ	২৩
অধীনস্থ সংস্থারসমূহ	২৪
সিটিজেনস্ চাটার	২৫
শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা	৩৩
দপ্তর/ বিভাগ ভিত্তিক দায়িত্ব	৩৯
২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৪৪
অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কার্যক্রম	৫৭
চেয়ারম্যানগণের নাম এবং কার্যকাল	৭৬

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

পরিচালনা পর্ষদ ২০২০-২১

১।	জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক চেয়ারম্যান (সচিব), বিপিসি	-	চেয়ারম্যান
২।	জনাব রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস অতিরিক্ত সচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	পরিচালক
৩।	ডঃ মহঃ শের আলী যুগ্ম-সচিব (অপারেশন) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	-	পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ সামসুদ্দোহা পরিচালক (বিপণন), বিপিসি।	-	পরিচালক
৫।	জনাব সৈয়দ মেহেদী হাসান পরিচালক (অপাঃ ও পরিঃ), বিপিসি।	-	পরিচালক
৬।	জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম পরিচালক (অর্থ), বিপিসি।	-	পরিচালক

সচিব
জনাব মোঃ লাল হোসেন

“অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বিশ্বের বুকে একটি গতিশীল অর্থনীতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার মতো সব উপায় ও উপকরণ আমাদের রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা।”

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম ২০১৫ উদ্বোধনী ভাষণে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০১৯

১.১ বিশ্ব জ্বালানি খাতের সার্বিক অবস্থা

জ্বালানি তেল যে কোনো দেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে জ্বালানি তেল বিগত একশত বছরের বেশি সময় ধরে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। জ্বালানি খাতের সার্বিক উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও মাথাপিছু জ্বালানি ব্যবহার থেকে একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। বর্তমানে বিশ্বে বার্ষিক জ্বালানি তেলের চাহিদা প্রায় ৪,৫০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

১.২ বাংলাদেশে জ্বালানি খাতের চিত্র

বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দূরদর্শী পরিকল্পনার আওতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন প্রণয়ন করেন। এ আইনে দেশের গ্যাস এবং তেল ক্ষেত্রসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। জ্বালানি তেল আমদানি, উৎপাদন, মজুদ ও বিপণনের সার্বিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপিসি'র আওতায় ৩টি জ্বালানি তেল বিপণন কোম্পানি, ১টি রিফাইনারি, ১টি এলপি গ্যাস প্ল্যান্ট এবং দুটি লুব ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট রয়েছে। জ্বালানি তেল ব্যবহারের বৈশ্বিক তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৭৪ তম। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে দেশে ব্যবহৃত মোট জ্বালানি তেলের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৫.০৩ লক্ষ মেঃ টন। বেসরকারি খাতে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃক ফার্নেস অয়েল আমদানি, সরকার কর্তৃক এলএনজি আমদানি এবং করোনা ভাইরাস মহামারির প্রভাবে তেলের ব্যবহার পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ৬৫.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টনের তুলনায় প্রায় ১৬% হ্রাস পেয়েছে।

১.৩ জ্বালানি খাতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেনের ভূমিকা

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠালগ্নে ১৯৭৬ সালে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা ছিল প্রায় ১১ লক্ষ মেট্রিক টন। ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত চাহিদা দাঁড়িয়েছে বাৎসরিক প্রায় ৬৫.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন। বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে দেশে ব্যবহৃত মোট জ্বালানি তেলের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৫.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। জ্বালানি তেলের ৬৪.২৭% পরিবহন, ১৮.০০% কৃষি, ৭.৬৫% শিল্প, ৬.৭৪% বিদ্যুৎ, ১.৯৭% গৃহস্থালী এবং ১.৩৭% অন্যান্য খাতে ব্যবহার হয়েছে। ব্যবহৃত জ্বালানির ৭৩.১১% ডিজেল, ৬.৬২% ফার্নেস অয়েল, ৫.৮৬% পেট্রোল, ৪.৭৮% অকটেন, ১.৯২% কেরোসিন, ৬.২৭% জেট এ-১ এবং ১.৪৪% অন্যান্য তেল। দেশের কৃষি, পরিবহন, বিদ্যুৎ, শিল্পসহ অন্যান্য খাতে এবং সার্বিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে জ্বালানি তেলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির উন্নতির সাথে সাথে জ্বালানি তেলের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের গুরুত্ব বাড়ছে।

দেশের সার্বিক জ্বালানি চাহিদার প্রায় ৮% যোগান আসছে স্থানীয় উৎস হতে এবং অবশিষ্ট প্রায় ৯২% আমদানির মাধ্যমে। পরিশোধিত তেলের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে অপরিশোধিত তেল আমদানি করা হচ্ছে। আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেল দেশের একমাত্র রিফাইনারি ইস্টার্ন রিফাইনারি লিঃ (ইআরএল) এ প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে, যার বার্ষিক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা প্রায় ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। ইআরএল বর্তমানে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, ফার্নেস অয়েল, এমটিটি, এসবিপি, জেবিও, ন্যাফথা, বিটুমিন এবং এলপিজি উৎপাদন করছে। উৎপাদিত এলপিজি বটলিং করে গৃহস্থালির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি গ্যাস ফিল্ড ও বেসরকারি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট হতে পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল, কেরোসিন, লাইট এমএস, এমটিটি ও এসবিপি পাওয়া যাচ্ছে।

সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল সরবরাহের জন্য বর্তমানে প্রধান স্থাপনাসহ ১১টি নৌ ভিত্তিক ডিপো, ৭টি রেলহেড ডিপো,

২টি বার্জ ডিপো, ১টি গ্যাস ফিল্ড সংলগ্ন ডিপো এবং ৩টি এভিয়েশন ডিপো অর্থাৎ মোট ২৪টি ডিপো রয়েছে। সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল সরবরাহ কার্যক্রমে প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) জনবল প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত রয়েছে।

ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের প্রায় ৮৪ % নৌ পথে, ৯% রেল পথে এবং ৭% সড়ক পথে পরিবহন হয়ে থাকে। নৌ পথে জ্বালানি পরিবহনে নিয়োজিত সর্বমোট ট্যাংকারের (কোস্টাল ৯১টি, বে-ক্রসিং শ্যালো ড্রাফট ৭১টি, শ্যালো ড্রাফট ৪টি ও মিনি অয়েল ট্যাংকার ১৫টি) সংখ্যা ১৮১টি। প্রধান স্থাপনা ছাড়া ফতুল্লা/গোদনাইল, বাঘাবাড়ী, দৌলতপুর, বরিশাল, চাঁদপুর, ঝালকাঠি, ভৈরব, আশুগঞ্জ, সাচনা বাজার, মোংলা এবং চিলমারী ডিপো নদী কেন্দ্রিক। পার্বতীপুর, রংপুর, রাজশাহী/হরিয়ান, নাটোর, সিলেট/মোগলাবাজার, শ্রীমঙ্গল এবং ইপিওএল ডিপো রেলহেড। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাহকের দোরগোড়ায় জ্বালানি তেল পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে ২২৬০টি ফিলিং স্টেশন, ২৯৭৪টি এজেন্ট/ডিস্ট্রিবিউটর, ৬৬৮টি প্যাক্ড পয়েন্ট ডিলার ও ৩১৩৩টি এলপিজি ডিলার।

জ্বালানি তেলের বর্তমান ব্যবহারের ধারায় দেশে প্রায় ৪০/৪৫ দিনের চাহিদার সমপরিমাণ আমদানিকৃত তেল মজুদ রাখা সম্ভব হয়। ২০০৯ সালে দেশে জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা ছিল প্রায় ৯ লক্ষ মেট্রিক টন এবং বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানে মজুদ ক্ষমতা ১৩.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরের পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে প্রায় ৬৫.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে জ্বালানি তেলের নিরাপদ মজুদ গড়ে তোলার জন্য বিপিসি মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। তাছাড়া উৎস বহুমুখীকরণের আওতায় ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারি হতে তেল আমদানির জন্য ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প চলমান আছে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে জ্বালানি পরিবহনের জন্য চট্টগ্রাম-ঢাকা পাইপ লাইন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উড়োজাহাজের জ্বালানি তেলের চাহিদা নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে শীতলক্ষ্যা নদীর তীর হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত পিতলগঞ্জ-কুর্মিটোলা পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি পর্যায় চলমান রয়েছে। আমদানিকৃত জ্বালানি তেল খালাস আধুনিকায়নের আওতায় কুতুবদিয়া হতে পতেঙ্গা পর্যন্ত সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং পাইপলাইন প্রকল্প চলমান আছে।

বিপিসি এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে ভ্যাট, ট্যাক্স ও বিভিন্ন ধরনের ডিউটি খাতে সরকারি রাজস্ব জমা দিয়েছে প্রায় ১৪,১২২.৮৭ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাসের বিপরীতে দেশের বাজারে মূল্য স্থির থাকায় বিপিসি দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষতি কাটিয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতায় নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের জন্য বিপিসি'র প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

১.৪ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের রূপকল্প (Vision)

দেশের সর্বত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে সুলভ মূল্যে জ্বালানি পণ্য বিতরণ নিশ্চিতকরণ

১.৫ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অভিলক্ষ্য (Mission)

- জ্বালানি পণ্য আমদানি, রপ্তানি, পরিশোধন ও বন্টনের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- জ্বালানি বিষয়ক অবকাঠামো উন্নীতকরণ
- পরিচালন কার্যক্রমের আধুনিকায়ন।

১.৬ প্রযোজ্য আইন ও বিধিসমূহ

(ক) আইনসমূহ

(১) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৭৪

(২) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৬
(৩) বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০
(৪) পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬

(খ) বিধি/নীতিমালা

(১) জাতীয় জ্বালানি নীতিমালা, ২০০৪
(২) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪
(৩) ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং অয়েল রি-রিফাইন করিয়া মান সম্মত বেইস অয়েল উৎপাদনের অনুমোদন প্রদানের নীতিমালা, ২০০৯
(৪) জ্বালানি তেল বিক্রয়ের লক্ষ্যে নতুন ফিলিং স্টেশন/সার্ভিস স্টেশন স্থাপনে ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৪
(৫) এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের নীতিমালা, ২০১৬

১.৭ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের প্রধান কার্যাবলী

(১) পরিশোধিত এবং অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্যের সংগ্রহ ও আমদানি।
(২) অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়াম পণ্যের উৎপাদন।
(৩) পেট্রোলিয়াম শোধণাগার এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা।
(৪) বেস-স্টক, প্রয়োজনীয় সংযোজনের বস্তু এবং অন্যান্য রাসায়নিক পণ্য উৎপাদন।
(৫) লুব্রিক্যান্ট তেলের আমদানি ও উৎপাদন।
(৬) ব্যবহৃত লুব্রিক্যান্ট এর জন্য পূণর্ব্যবহারযোগ্য প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা।
(৭) অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং রিফাইনারীর অবশিষ্টাংশ প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
(৮) পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
(৯) আন্তঃমহাদেশীয় তেলের ট্যাংকার সংগ্রহ ও প্রস্তুতকরণ।
(১০) পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত ও এর সম্প্রসারন।
(১১) দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বিপণনে কোন সংস্থা বা কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা।
(১২) বিপিসি'র অধীনস্থ কোম্পানিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ, তাদের সাথে সমন্বয় সাধন এবং সরকার কর্তৃক ন্যাস্ত অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাদি সম্পন্নকরণ।

১.৮ বিভাগসমূহ

১. বাণিজ্য ও পরিচালন বিভাগ
২. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ
৩. হিসাব বিভাগ
৪. অর্থ বিভাগ
৫. সাচিবিক বিভাগ
৬. নিরীক্ষা বিভাগ
৭. বন্টন ও বিপণন বিভাগ
৮. এমআইএস বিভাগ

১.৯ অধীনস্থ সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অধীনে রয়েছে একটি তেল শোধনাগার, তিনটি বিপণন প্রতিষ্ঠান, দুটি লুব্রিকেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং একটি এলপি গ্যাস বোতলজাতকরণ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলো নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড
২. পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড
১. মেঘনা পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিঃ
২. যমুনা অয়েল কোম্পানি লিঃ
৩. ইস্টার্ণ লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড
৪. এলপি গ্যাস কোম্পানি লিঃ
৫. স্টান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

সিটিজেনস্ চার্টার

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	দেশের চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম	বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি খোলা ও মূল্য পরিশোধ	অর্থ বিভাগ	ব্যাংকের মাধ্যমে	৪৫ দিন	মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)
২	ITF, জেদ্দা থেকে জ্বালানি তেল আমদানি অর্থায়নে ঋণ গ্রহণ	বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি খোলা ও মূল্য পরিশোধ		ব্যাংকের মাধ্যমে	৪৫ দিন	
৩	আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেলের বীমা পলিসি সংক্রান্ত কার্যক্রম	বীমা ঝুঁকি গ্রহণ ও প্রিমিয়াম প্রদান		ব্যাংকের মাধ্যমে	৯০ দিন	
৪	সরকারি/বেসরকারি ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট হতে বিপণন কোম্পানিসমূহে গৃহীত ফিনিশ্ড প্রোডাক্ট এর বিল পরিশোধ	জ্বালানি তেল বিপণন কোম্পানির মাধ্যমে তেল গ্রহণের পর Quality Certificate ও JDC এর মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি প্ল্যান্টসমূহকে বিল পরিশোধ করা হয়।	বন্টন ও বিপণন, অর্থ বিভাগ, হিসাব বিভাগ	চেকের মাধ্যমে	চুক্তি মোতাবেক এবং বিল প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবসের মধ্যে	ব্যবস্থাপক (হিসাব) উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব)
৫	সরকারি গ্যাস ফিল্ডসমূহ হতে ইআরএল-এ গৃহীত কনডেনসেটের বিল পরিশোধ	ইআরএল গৃহীত তেল বিপণন কোম্পানি ও সরবরাহকারী গ্যাস ফিল্ডের JDC যাচাইপূর্বক পেট্রোবাংলাকে কনডেনসেটের বিল পরিশোধ করা হয়।	হিসাব বিভাগ	চেকের মাধ্যমে	১ মাস	
৬	লাইটারেজ ও পণ্য পরিবহনে সার্ভিস চার্জ প্রদান	ক্রুড অয়েল আমদানির পর লাইটারেজ কার্যক্রম উত্তর সম্পূর্ণ তেল খালাসের পর সার্ভেয়ার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অনুমোদন গ্রহণ করে পরিশোধ করা হয়	অর্থ বিভাগ, হিসাব বিভাগ	চেকের মাধ্যমে	১০ কার্যদিবসের মধ্যে	
৭	আমদানি শুল্ক ভ্যাট ও ট্যাক্স ইত্যাদি পরিশোধ	বিপণন কোম্পানিসমূহ ও ইআরএল এর সনদ এবং NBR এর জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়	হিসাব বিভাগ	চেকের মাধ্যমে	১ মাস	
৮	বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি	কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বহিঃ বাংলাদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত ছুটি উপস্থাপন	বোর্ড শাখা	-	আবেদন প্রাপ্তির পর ৩ কার্য দিবসের মধ্যে	ব্যবস্থাপক (বোর্ড)
৯	বহিঃ বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ	কর্পোরেশন ও কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বহিঃ বাংলাদেশ প্রশিক্ষণসমূহ উপস্থাপন		-	আবেদন প্রাপ্তির পর ৩ কার্য দিবসের মধ্যে	
১০	তথ্য সংরক্ষণ ও প্রেরণ	কর্পোরেশনের বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং চাহিদা মোতাবেক মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠনে প্রেরণ	এমআইএস বিভাগ	বিনা মূল্যে	সার্বক্ষণিক	ব্যবস্থাপক (এমআইএস)

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১১	পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন	সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্ল্যান্টের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে	প্রশাসন শাখা, বণ্টন ও বিপণন বিভাগ	সরকার নির্ধা-রিত মূল্য চুক্তি অনুযায়ী	সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা অনুযায়ী	উপ-মহা ব্যবস্থাপক (প্রশাসন),
১২	কোম্পানিসমূহের ফ্রিঞ্জ বেনিফিট (উৎসাহ বোনাস)	সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী উৎসাহ বোনাস স্কীম অনুসরণে	কর্পোরেশন ও কোম্পানিসমূহের প্রধান কার্যালয়ে	স্কীম অনুযায়ী	প্রতি অর্থবছর	
১৩	কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ/পদোন্নতি/বদলি	সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি গঠনের মাধ্যমে	কর্পোরেশন ও কোম্পানিসমূহের প্রধান কার্যালয়ে	-	প্রয়োজন অনুযায়ী	
১৪	পরিশোধিত ও অপরি-শোধিত জ্বালানী তেল আমদানির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	ই-মেইল/ফ্যাক্স/পত্র	বাণিজ্য ও অপা-রেশন্স বিভাগ	কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক পরিশোধ	বছর ব্যাপী	উপ-মহা ব্যবস্থাপক (বাঃ ও অপাঃ)
১৫	CRS কয়েল আমদানির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	ই-মেইল/ফ্যাক্স/পত্র		“	চাহিদা অনুযায়ী	
১৬	ন্যাফথা রপ্তানির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	ই-মেইল/ফ্যাক্স/পত্র		“	প্রাপ্তি/মজুদ সাপেক্ষে	
১৭	স্থানীয়/আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান	পত্রিকা ও ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ		“	প্রয়োজন অনুযায়ী	
১৮	দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি প্রেরণ		“	১/২ বছরের জন্য	
১৯	জ্বালানি তেল আমদানির উৎস নিশ্চিতকরণ	ই-মেইল/ফ্যাক্স/পত্র		বিনা মূল্যে	প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে	
২০	সার্ভেয়ার নিয়োগ	ই-মেইল/ফ্যাক্স/পত্র		কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক পরিশোধ	পার্সেল ভিত্তিক	উপ-ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য ও অপারেশন)
২১	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ	ই-মেইল/ফ্যাক্স/পত্র		বিনা মূল্যে	৩/৫ দিনের মধ্যে	
২২	পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদনসহ ফার্নেস অয়েল আমদানির অনুমতি প্রদান	ই-মেইল/ফ্যাক্স/পত্র		বিনা মূল্যে	১ মাস	সহকারী ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য ও অপারেশন)
২৩	তেল বিপণন কোম্পানিসমূহকে মনিটরিং সমন্বয়পূর্বক সরবরাহ লাইন-আপ নিশ্চিতকরণ	ই-মেইল/ ফ্যাক্স/ পত্র/ টেলিফোন		“	প্রয়োজন অনুযায়ী	মহাব্যবস্থাপক (বাঃ ও অপাঃ)

নম্বর	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
২৪	কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টসমূহের সাথে জ্বালানি পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি প্রেরণ	বিপণন বিভাগ	বিনা মূল্যে	চুক্তি অনুযায়ী	মহাব্যবস্থাপক (বঃ ও বিপঃ) উপ-মহা ব্যবস্থাপক (ব ও বিপঃ)
২৫	কোম্পানি ভিত্তিক নতুন ফিলিং স্টেশন স্থাপনের চূড়ান্ত অনুমোদন	ই-মেইল/ফ্যাক্স/পত্র		সংশ্লিষ্ট তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক জামানতের অর্থ গ্রহণ	প্রয়োজন অনুযায়ী	
২৬	বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সাথে জ্বালানি তেল সরবরাহ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি প্রেরণ		বিনা মূল্যে	“	
২৭	দৈনিক জ্বালানি তেলের মজুদ ও বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ	ই-মেইল/ফ্যাক্স/পত্র		“	দৈনিক	
২৮	বেসরকারী পর্যায়ে এলপি গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমোদন	কমিটির মাধ্যমে মতামত প্রদান	পরিকল্পনা বিভাগ	বিনা মূল্যে	“	সহ-ব্যবস্থাপক (পরিঃ ও উঃ)
২৯	কনডেনসেট প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমোদন	কমিটির মাধ্যমে মতামত প্রদান		“	“	ব্যবস্থাপক (পরিঃ ও উঃ)

(খ) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গোষ্ঠী বীমা পলিসি গ্রহণ ও নবায়নকরণ	বীমা কোম্পানির মাধ্যমে	অর্থ বিভাগ	ব্যাংকের মাধ্যমে	৩০ দিন	মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)
২	কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মৃত্যু দাবী প্রদান	বীমা কোম্পানির মাধ্যমে		ব্যাংকের মাধ্যমে	৪৫ দিন	
৩	মাসিক সমন্বয় সভা	বিপিসির আমদানি ও রপ্তানি সঙ্ক্রান্ত তথ্য প্রদান		-	৫ দিন	
৪	কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, অধিকাল, বোনাস ইত্যাদি প্রদান	প্রত্যেকের ব্যাংক হিসাবে বেতনের টাকা জমার মাধ্যমে	হিসাব বিভাগ	চেকের মাধ্যমে	প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে	ব্যবস্থাপক (হিসাব)
৫	আভ্যন্তরীণ/ আন্তর্জাতিক TA/DA ভাতা প্রদান	অনুমোদিত ভ্রমণ বিল প্রাপ্তির পর		"	উপস্থাপনের ১-২ দিন পর	
৬	কর্পোরেশনের সকল বিভাগ হতে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদান	যথাযথ অনুমোদন উত্তর হিসাব বিভাগ পরিক্ষান্তে বিল পরিশোধ করে		"	৭ দিন	
৭	কর্পোরেশনের বাজেট প্রণয়ন	বিপিসি বোর্ডের অনুমোদনের পর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেলে প্রেরণ		-	-	ব্যবস্থাপক (হিসাব)
৮	কোম্পানির বাজেট প্রণয়ন	বিপিসি বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ		-	-	
৯	ইআরএল প্রসেস ফি প্রদান	ইআরএল আবেদন করার পর অনুমোদন গ্রহণ করে পরিশোধ		চেকের মাধ্যমে	৪ দিন	
১০	ইন্টারনেট সংযোগ	কর্পোরেশনের সকল অফিসারগণকে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান	এমআইএস বিভাগ	বিনা মূল্যে	সার্বক্ষণিক	ব্যবস্থাপক (এমআইএস)
১১	ওয়েবসাইট প্রচলন	ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন ইত্যাদি		"	"	
১২	ই-ফাইলিং সিস্টেম	কর্পোরেশনের ই-ফাইলিং কার্যক্রম তদারকি		"	"	
১৩	প্রতিবেদন/ প্রকাশনা	মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন		"	চাহিদা মোতাবেক	

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১৪	মাসিক সমন্বয় সভা	বিপিসি'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন	সংস্থাপন শাখা	-	৭ দিন	ব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) সহ-ব্যবস্থাপক (সংস্থাপন)
১৫	কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের অর্জিত ও মেডিকেল ছুটি	নথিতে উপস্থাপন এবং অফিস আদেশ জারী করা		-	৩-৪ দিন	
১৬	কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের ACR সংগ্রহ	সংগৃহীত ACR-এর ভিত্তিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদোন্নতি বিবেচনা করা		-	১ মাস	
১৭	নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত	নির্দিষ্ট সময়ে নথি উপস্থাপন করা হয়		-	১০ দিন	
১৮	কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের আবেদন অনুযায়ী অগ্রিম ঋণ অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন	কর্পোরেশনের নির্ধারিত নীতিমালার আওতায় অগ্রিম ঋণ প্রদান		-	১০ দিন	
১৯	কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান প্রদানের বিষয়ে নথি উপস্থাপন	অনুদান পাওয়ার যৌক্তিক কারণ থাকলে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কল্যাণ তহবিল হতে সম্ভাব্য আর্থিক সাহায্য অনুমোদন করে থাকেন		-	১০ দিন	
২০	কর্পোরেশনের যানবাহনসমূহ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ	সরাসরি ক্রয়/RFQ/OTM	সাধারণ কর্মশাখা/ এস্টেট শাখা	ব্যাংকের মাধ্যমে	৮-১০ দিন	ব্যবস্থাপক (সা,ক,শা)
২১	কর্পোরেশনের সকল বিভাগে অফিস স্টেশনারিজ ও অফিস ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ	সরাসরি ক্রয়/RFQ/OTM		নগদ অর্থ/ ব্যাংকের মাধ্যমে	৫-৭ দিন	
২২	বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল, দুপুরের খাবার ইত্যাদির বিল পরিশোধ	প্রশাসনিক অনুমোদনক্রমে		চেকের মাধ্যমে	২-৩ দিন	
২৩	অফিসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা	নিরাপত্তা প্রহরীগণ কর্তৃক		বিনামূল্যে	সার্বক্ষণিক	
২৪	এস্টেট সংস্কার/ রক্ষণাবেক্ষণ	সরাসরি ক্রয়/RFQ/OTM		নগদ অর্থ/ ব্যাংকের মাধ্যমে	তৎক্ষণাৎ/৫-৭ দিন	
২৫	এস্টেটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা	সরকারি আনসার বাহিনী ও অস্থায়ী প্রহরীগণ কর্তৃক		বেতন ভাতা ও মজুরী ব্যাংকের মাধ্যমে	সার্বক্ষণিক	
২৬	স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ	ক্রয়কৃত মালামাল গ্রহণ ও প্রদান এবং রেকর্ড সংরক্ষণ ও ফোরকাস্টিং		বিনা মূল্যে	তাৎক্ষণিক	

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
২৭	মাসিক প্রতিবেদন প্রদান	আন্তঃঅফিস মেমো	বাণিজ্য ও অপা-রেশন্স বিভাগ	বিনা মূল্যে	প্রতি মাসের ১-৫ তারিখের মধ্যে	উপ-মহা ব্যবস্থাপক (বাঃ ও অপাঃ)
২৮	কর্পোরেশনের সমন্বয় সভার তথ্য প্রদান	“		“	৩ কর্ম দিবসের মধ্যে	সহ-ব্যবস্থাপক (বাঃ ও অপাঃ)
২৯	ওয়েবসাইট হালনাগাদ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	“		“	“	
৩০	সংসদ ও অপারেশন বিষয়ক তথ্য প্রদান	“		“	“	
৩১	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের চাহিত তথ্য ও জবাব প্রদান	“		“	৫ কর্ম দিবসের মধ্যে	মহাব্যবস্থাপক (বাঃ ও অপাঃ)
৩২	জ্বালানি তেলের মাসিক মজুদ ও বিক্রয় প্রতিবেদন প্রদান	আন্তঃঅফিস মেমো	বিপণন বিভাগ	বিনা মূল্যে	প্রতি মাসের ১-৩ তারিখের মধ্যে	উপ-মহা ব্যবস্থাপক (ব ও বিপঃ)
৩৩	কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার চাহিত তথ্যাদি প্রদান	“		“	৩ কর্মদিবসের মধ্যে	
৩৪	জ্বালানি তেলের প্রাক্কলন	“		”		

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা

দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন।

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....৮													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	ফোকাল পয়েন্ট	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন.....১০													
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholder) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	মহাব্যবস্থাপক (ব: ও বিপ:)	২	লক্ষ্যমাত্রা		১		১			
						অর্জন							
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	মহাব্যবস্থাপক (ব: ও বিপ:)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা		১০০%		১০০%			
						অর্জন							
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	সাচিবিক বিভাগ	৫০	লক্ষ্যমাত্রা		২৫		২৫			
						অর্জন							
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	সাচিবিক বিভাগ	৫০	লক্ষ্যমাত্রা		২৫		২৫			
						অর্জন							
৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র –এর বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে খসড়া প্রণয়ন.....১০													
৩.১ বিপিসি'র অর্গানোগ্রাম সংশোধন	আইন/বিধি তৈরি	৫	তারিখ	সাচিবিক বিভাগ	৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা				৩০/০৬/২১			
						অর্জন							
৩.২ বিপিসি'র চাকুরী প্রবিধানমালা সংশোধন	প্রবিধানমালা সংশোধন	৫	তারিখ	সাচিবিক বিভাগ	৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা				৩০/০৬/২১			
						অর্জন							
৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ ৮													
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ	তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত	১	তারিখ	এমআইএস বিভাগ	৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০	৩১/১২/২০	৩১/০৩/২১	৩০/০৬/২১			
						অর্জন							
৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	এমআইএস বিভাগ	৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০	৩১/১২/২০	৩১/০৩/২১	৩০/০৬/২১			
						অর্জন							

30.06.2020

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৪.৩ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	এমআইএস বিভাগ	৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০	৩১/১২/২০	৩১/০৩/২১	৩০/০৬/২১			
						অর্জন							
৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	এমআইএস বিভাগ	৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০	৩১/১২/২০	৩১/০৩/২১	৩০/০৬/২১			
						অর্জন							
৪.৫ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১	তারিখ	এমআইএস বিভাগ	৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০	৩১/১২/২০	৩১/০৩/২১	৩০/০৬/২১			
						অর্জন							
৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা............................৬													
৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত	৩	তারিখ	সাচিবিক বিভাগ	৩০/০৯/২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০						
						অর্জন							
৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৩	%	এমআইএস বিভাগ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
৬. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ৬													
৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা	২	তারিখ	মহাব্যবস্থাপক (পরি: ও উন্ন:)	৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০	৩১/১২/২০					
						অর্জন							
৬.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ	দাখিলকৃত প্রতিবেদন	২	সংখ্যা	মহাব্যবস্থাপক (পরি: ও উন্ন:)	১০	লক্ষ্যমাত্রা	২	৩	২	৩			
						অর্জন							
৬.৩ প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	বাস্তবায়নের হার	২	%	মহাব্যবস্থাপক (পরি: ও উন্ন:)	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ৭													
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩	তারিখ	মহাব্যবস্থাপক (বা: ও অপা:) /উপ-মহা: (সাকশা)	৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০	৩১/১২/২০					
						অর্জন							
৭.২ ই- টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়কায সম্পাদন	ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পাদন	৪	%	উপ-মহাব্যবস্থাপক (সাকশা)	৫০%	লক্ষ্যমাত্রা				৯০%			
						অর্জন							
৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ.....১৪													
৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণীত ও বাস্তবায়িত	৩	তারিখ	এমআইএস বিভাগ	৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা				৩০/০৬/২১			
						অর্জন							
৮.২ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/ অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	২	সংখ্যা	স্ব স্ব বিভাগ	১৪	লক্ষ্যমাত্রা	৩	৪	৩	৪			
						অর্জন							
৮.৩ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবয়িত	২	%	স্ব স্ব বিভাগ	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	নথির শ্রেণি বিন্যাসকৃত	২	%	স্ব স্ব বিভাগ	৫০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
৮.৫ শ্রেনী বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	নথি বিনষ্টিকৃত	২	%	স্ব স্ব বিভাগ	৬০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
৮.৬ প্রতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন (চেয়ারম্যান স্যারের একতিয়ার এ)	প্রতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজিত	৩	সংখ্যা		১	লক্ষ্যমাত্রা			১				
						অর্জন							

১০-০৮-২০২০

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৯. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম……………১৫ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৯.১ সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের হাজিরা খাতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ	নিয়মিত পর্যবেক্ষণ	৩	%	সাচিবিক বিভাগ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
৯.২ দুর্নীতি বিরোধী জনসচেনতামূলক স্টিকার/ব্যানার প্রদর্শন	প্রদর্শনকৃত	৩	সংখ্যা	উপ-মহাব্যবস্থাপক (সাকশা)	২	লক্ষ্যমাত্রা		১		১			
						অর্জন							
৯.৩ বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের বিল/সার্ভিস চার্জ যথা সময়ে পরিশোধ	বিল/সার্ভিস চার্জ পরিশোধ	৩	%	উপ-মহাব্যবস্থাপক (সাকশা)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
৯.৪ গাড়ির জ্বালানি ব্যবহারে সঠিক পর্যবেক্ষণ	লগবই পর্যবেক্ষণ	৩	%	ব্যবস্থাপক (সাকশা)	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
৯.৫ বিপিসি'র ডিপোসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার অটোমেশন	অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ	৩	সংখ্যা	মহাব্যবস্থাপক (পরি: ও উন্ন:)	২	লক্ষ্যমাত্রা		১		১			
						অর্জন							
১০. শুদ্ধাচার চর্চার পুরুস্কার/প্রণোদনা প্রদান……………৩													
১০.১ শুদ্ধাচার পুরুস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরুস্কার	২	তারিখ	সাচিবিক বিভাগ	৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা				৩০/০৬/২১			
						অর্জন							
১০.২ ২০১৯-২০ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরুস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	পুরুস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১	তারিখ	এমআইএস বিভাগ	৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা				৩০/০৬/২১			
						অর্জন							
১১. কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন ……………………২													
১১.১ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভূক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	উর্দ্ধ আ: চিকিৎসক ও উপ-মহা: (সাকশা)	২ ৩০/০৯/২০ ৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০	১	১	৩০/০৬/২১			
						অর্জন							
১২. অর্থ বরাদ্দ…………………৩													
১২.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	বরাদ্দকৃত অর্থ	৩	লক্ষ টাকা	হিসাব বিভাগ	৩.০০ লক্ষ	লক্ষ্যমাত্রা		১.৫০		১.৫০			
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৩. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন.....৮													
১৩.১ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা আপলোডকৃত	২	তারিখ	এমআইএস/ সাচিবিক বিভাগ	১০/০৮/২০	লক্ষ্যমাত্রা	১০/০৮/২০						
						অর্জন							
১৩.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	সংখ্যা	এমআইএস/ সাচিবিক বিভাগ	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
১৩.৩ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/ কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	সাচিবিক বিভাগ	৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২০	৩১/১২/২০	৩১/০৩/২১	৩০/০৬/২১			
						অর্জন							

বি:দ্র: কোন ক্রমিকের কার্যক্রম প্রযোজ্য না হলে তার কারণ সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালা পর্যালোচনাপূর্বক মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

-স্বাক্ষরিত-
(মোঃ লাল হোসেন)
সচিব
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০
দপ্তর/বিভাগ ভিত্তিক দায়িত্ব

২.১ চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর

১. কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন

২. কর্পোরেশনের আইন ও বিধি এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন

৩. কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা

৪. কর্পোরেশনের সকল বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি

৫. তহবিল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

৬. অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের প্রধান নির্বাহী নিয়োগ

৭. বিভিন্ন বিভাগ, ইউনিট বা প্রকল্পের কাঠামো অনুমোদন, নতুন পদ সৃজন

৮. কর্মকর্তাদের কর্মবন্টন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ এবং তাদের কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়করণ

৯. পরিচালক, সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা ইত্যাদি ছুটি মঞ্জুর, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি

১০. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন

১১. অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের প্রধান নির্বাহীদের সাথে বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা এবং সমাধান করা

১২. পরিচালকবৃন্দ এবং বিভাগ/শাখা প্রধানদের সাথে মিলিত হয়ে কর্পোরেশন সম্পর্কিয় সমস্যা এবং কার্যাবলী আলোচনা করা

১৩. নিয়মিতভাবে (ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক), বিশেষ উপলক্ষে এবং প্রয়োজন বিবেচনায় অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করা

১৪. প্রেস প্রতিনিধির সাথে মিলিত হওয়া, এবং কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা

২.২ পরিচালক (অপারেশন ও পরিকল্পনা)

১. পেট্রোলিয়াম অপারেশনের সমষ্টিক গুনগতমান অর্জনের জন্য বাণিজ্য ও অপারেশন বিভাগের কার্যাবলী তদারক করা।

২. দায়িত্বশীলতার দক্ষতা প্রমাণে অর্পিত সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রশাসনিক ও নীতি-নির্ধারণী বিষয়াদি সমাধান করা।

৩. পেট্রোলিয়াম পণ্যের আন্তর্জাতিক মূল্য ও বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য সংগ্রহের নিমিত্ত নীতি-নির্ধারণ করা

৪. পণ্যের বার্ষিক ভিত্তিক চাহিদার ধরণ রক্ষণার্থে অপরিশোধিত তেলের সরবরাহের উৎস লাইনআপ করা

৫. স্পট (নির্দিষ্ট স্থানে) এবং নির্দিষ্ট মেয়াদভিত্তিক চুক্তিতে জাহাজ ভাড়ার মাধ্যমে ERL এর নিকট ক্রুড পরিবহনের ব্যবস্থা করা।

৬. ERL এর প্রক্রিয়াকরণ কর্মসূচী পালনে মাসভিত্তিক ক্রুড অয়েল উত্তোলন প্রোগ্রাম তদারক করা এবং অপরিশোধিত তেলের জাহাজীকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করা-যেমনঃ মূল্য নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণ বিষয়াদি ইত্যাদি

৬. দেশের পেট্রোলিয়াম পণ্যের দীর্ঘমেয়াদী বার্ষিক চাহিদা নির্ধারণ করা এবং তা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা ও দেশীয় বাজারজাত করা
৭. উদ্বৃত্ত উৎপাদনের/দ্রব্যের রপ্তানির নিমিত্ত দরপত্র প্রস্তুত করা এবং যন্ত্রপাতি, দ্রব্যাদি, লুব্রিকেন্টস, স্পেয়ারস দ্রব্য ও অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণের আন্তর্জাতিক নিলাম আহ্বান করা
৮. দরপত্র, স্কীম ইত্যাদি মূল্যায়ন করা এবং উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে খসড়া চুক্তি প্রস্তুত করা
৯. স্পট /নেগোসিয়েশন/দীর্ঘ মেয়াদী সরবরাহ ভিত্তিক ঘাটতি পরিশোধিত পণ্য ক্রয় করা
১০. পণ্যসমূহ সংগ্রহ করা ও আমদানির/রপ্তানির লক্ষ্যে চুক্তিপত্র/দরপত্র অহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা
১১. শোধনাগারের জন্য এবং বিপিসির অন্যান্য স্থাপনা/প্লান্ট এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা
১২. তেল বিপনন কোম্পানী, রিফাইনারী এবং লুব বেন্ডিং প্লান্টসমূহের গুনগত মান তত্ত্বাবধান করা
১৩. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ/স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রয়, বিনিয়োগ, বিক্রয়/ রপ্তানি, শিপিং ইত্যাদি বিষয় সমন্বিত করা
১৪. জ্বালানি সেক্টরে সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রণয়ন করা
১৫. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার অনুমোদন গ্রহণ করা
১৬. জ্বালানি পন্য পরিশোধন ও সারা দেশে বিপণনের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং জ্বালানি সেক্টরের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে তদনুযায়ী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা
১৭. মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে গৃহীত প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা
১৮. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মেশিনারীজ ক্রয় করা ও বিদেশী এজেন্সী, সরবরাহকারীর সাথে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করা
১৯. বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের আর্থিক ও প্রকৃত উন্নয়ন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা
২০. সার্বক্ষনিকভাবে দেশের বিভিন্ন ডিপোতে পেট্রোলিয়াম পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ সংরক্ষণ করা
২১. কোম্পানিগুলোতে পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজুদ ক্ষমতা এবং চট্টগ্রাম থেকে দেশের অন্যান্য ডিপোগুলোতে পণ্য সরবরাহ তত্বাবধানের মাধ্যমে তেল বিপণন কোম্পানিগুলোতে স্বাভাবিক পরিচালন কার্যক্রম নিশ্চিত করা
২২. সুষ্ঠু কার্যক্রমের ভিত্তিতে তেল বিপণন কোম্পানিগুলোর মধ্যে পেট্রোলিয়াম পণ্যের সমবন্টন নিশ্চিত করা এবং হেন্ডেলিং অপারেশনে পণ্যের লাভ/ক্ষতি তত্বাবধান করা।
২৩. বার্ষিক বাজেট প্রতিবেদনের জন্য পরিচালক (অর্থ)-এর নিকট বিপণন, মজুদ, চাহিদার ধরণ এবং রপ্তানি বিষয়াদির উপর হিসাব এবং তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ করা

২.৩ পরিচালক (অর্থ/হিসাব)

১. পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক হিসাব সংকলন করা
২. বোর্ড/মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত বহিঃ নিরীক্ষক দ্বারা কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করানো
৩. কর্পোরেশনের বাজেট প্রণয়ন এবং সরকারের অনুমোদন গ্রহণ
৪. সরকার থেকে তহবিল সংগ্রহ করা
৫. উদ্ধৃত তহবিল ব্যাংকে/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা
৬. ব্যয়ের একিভূত আর্থিক বিবরণি প্রণয়ন করা
৭. আর্থিক বিধি এবং বিধি বিধান ব্যাখ্যা এবং আর্থিক নীতি প্রণয়ন করা
৮. অভ্যন্তরীন এবং বহিঃনিরীক্ষণ কার্যক্রম এবং সরকারের নিরীক্ষার সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করা

৯. প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয়/অন্যান্য সরকারী এজেন্সী হতে তহবিল সংগ্রহ করা

১০. কর্পোরেশনের ব্যাংক একাউন্ট খোলা, এল/সি ব্যবস্থাপনা, ক্যাশ ক্রেডিট, ওভারড্রাফট, এডিপি তহবিল ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, শুল্ক ও আবগারি কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়সাধন, ইনস্যুরেন্স কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন, ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহনসহ সার্বিক দায়িত্ব পালন

১১. কর্পোরেশন এবং অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের বাজেট ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করা এবং অর্থনীতি ও সরকারের সর্বোচ্চ স্বার্থরক্ষায় আয় ব্যয় সংক্রান্ত কার্যপন্থা চর্চা করা

১২. কর্পোরেশন এবং অধীনস্থ কোম্পানিসমূহে একাউন্টিং পন্থা এবং প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

১৩. কর্পোরেশনের আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা

২.৪ পরিচালক (বিপণন)

১. দেশে জ্বালানি তেলের মজুদ, বন্টন ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি ও আধা-সরকারি কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করা, এ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে স্টোরেজ ব্যবস্থার সমস্যা দুরীকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন

২. দেশব্যাপী জ্বালানি তেলের সুষ্ঠু বিপণন, পরিবহণ, এবং বন্টণের স্বার্থে বিপণন কোম্পানিসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন, নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি

৩. পরিবহন ব্যবস্থাপনা (রেল/নৌপথ/সড়কপথে) সুষ্ঠু রাখার নিমিত্ত নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি

৪. রিফাইনারী, ল্যুব ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট, বিটুমিন প্ল্যান্ট, বিপণনকারী সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশব্যাপি জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করণ

৫. পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের বিষয়ে ভোক্তা সাধারণ এবং বৃহৎ ভোক্তা যেমন পিডিবি, রেলওয়ে, বিএসসি-ডসি, বিসিআইসি, বিএসএফআইসি ইত্যাদির সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশের চাহিদা নিরূপন

৬. পেট্রোলিয়াম পণ্যের দেশব্যাপি চাহিদার প্যাটার্ণ নির্ধারণ, প্রাক্কলণ এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস প্রণয়ন

৭. দেশে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী চাহিদা এবং কার্যভিত্তিক খাত নির্ধারণ

৮. বিপণন কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে বাজার গবেষণা নিশ্চিতকরণ

৯. দেশে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করা

১০. নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য অনুসারে সকল প্রকার পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের বিজ্ঞপ্তি জারী করা ও সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন

১১. পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের পুনঃ মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিপণন কোম্পানীর ডিপোসমূহের মজুদ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা

১২. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টসমূহের স্থানীয়/আমদানির মাধ্যমে কনডেনসেট গ্রহণ, পণ্য উৎপাদন, পণ্যের মান ও বিপিসি-তে সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয় নিবিড়ভাবে তদারকিকরণ

১৩. ফিলিং ষ্টেশন, অটো-গ্যাস সার্ভিস স্টেশন ও রূপান্তর ওয়ার্কসপসমূহের কার্যক্রম ও পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ তদারকিকরণ

১৪. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টসমূহের এলপিজি সংগ্রহ, উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারকিকরণ

১৫. তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের বাজার সম্প্রসারণ এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রমে পুনঃব্যবস্থা করা

১৬. তেল বিপণন কোম্পানি ও ইআরএল প্রতিনিধি সমন্বয়ে সভা ও সেমিনার ইতাদির ব্যবস্থা করা

১৭. পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিপণন ও বন্টন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত নীতি বাস্তবায়ন করা

১৮. তেল বিপণন কোম্পানীসমূহকে তাদের ডিলার, বিভিন্ন সংস্থার নিকট বকেয়া বিল আদায়ে সহায়তা করা

১৯. মজুদ পণ্যের লাভ/ক্ষতি, কোস্টাল ট্যাংকারের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও এলপিজি এর দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, অর্ধ-বার্ষিকী, বার্ষিকী এবং অন্যান্য সাময়িক প্রতিবেদনের মাধ্যমে ক্ষতি কমানো এবং উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান

২০. সমগ্র দেশের চাহিদা অনুসারে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের অবস্থান, তদারকি করা

২১. পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের পরিসংখ্যান অনুসারে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

২২. পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ঘাটতিজনিত কোন সমস্যা দেখা দিলে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান

২৩. দেশের ফুয়েল ও নন-ফুয়েল এর মজুদ, সংগ্রহ, বিতরণ ও বিপণন বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ

২৪. নৌ পথে জ্বালানি তেল পরিবহনের কাজে নিয়োজিত কোস্টাল, শ্যালো ও বে-ক্রসিং শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকারের পরিবহণ ভাড়া, পরিবহণ ক্ষতি তদারকিকরণ ;

২.৫ সাচিবিক বিভাগ

১. কর্পোরেশনের প্রশাসন বিভাগ ও সাধারণ বিভাগের কার্যাদি

২. সরকারি এবং অন্যান্য এজেন্সীসমূহের সাথে সমন্বয়/যোগাযোগ রক্ষা করা

৩. অফিসের সকল গোপনীয় রেকর্ডসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা

৪. কর্মচারীদের কল্যানের বিষয়ে দেখভাল করা

৫. কর্পোরেশনের সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন;

৬. চেয়ারম্যান/বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং কনসালটেন্টদের নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি, বরখাস্ত, বহিস্কারকরণ ও ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি প্রদান করা

৭. সংস্থার বিষয়ভিত্তিক কোড/ম্যানুয়াল প্রকাশ করা এবং সার্ভিস রুল, টিএ রুল, মেডিকেল রুল ইত্যাদি তৈরি করা

৮. সময়ে সময়ে রুলগুলো সংশোধন ও সময়োপযোগী করা এবং সরকারী সংশোধনী অনুযায়ী বিধি, কোড/ ম্যানুয়াল সমূহ নিয়মিত/হালনাগাদ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা

৯. বিপিসি'র অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক বিষয়াদি পরিচালন ও সমন্বয় সাধন করা

১০. প্রশিক্ষণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা

১১. বিপিসি'র অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান সমূহের বেতন/মজুরী কাঠামো এবং প্রান্তীয়/সর্বোচ্চ সুবিধা সম্পৃক্ত বিষয় সমন্বয় করা এবং উন্নয়নের জন্য কাজ করা

১২. প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সরকারের শ্রমিক নীতির উপর মন্তব্য প্রদানে সহযোগিতা করা

১৩. বিপিসি ও এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

১৪. অফিস এবং কমকর্তা ও কমচারীদের আবাসিক বাসস্থানের লীজ সম্পর্কিত কাযক্রম সম্পাদন করা

১৫. কর্পোরেশন ও সরকারি নিয়ম/বিধি/প্রবিধান অনুসরণপূর্বক সকল ধরণের অফিস স্টেশনারী, ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার ইত্যাদি ক্রয় ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা

১৬. কর্পোরেশনের বিধি/বিধান/প্রবিধান অনুযায়ী এস্টেটের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং আবাসিক বাসস্থানে বসবাসকারীদের যাবতীয় ইউটিলিটি এবং লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান

১৭. আবাসিক বাসস্থানে বাংলো ও স্টাফ কোয়াটার বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ

১৮. কর্পোরেশনের যানবাহনসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, যানবাহনের যথাযথ জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিত করা

১৯. কর্পোরেশনের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক তালিকা প্রণয়ন ও হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা

২০. কর্পোরেশনের সকল কমকর্তা ও কমচারী এবং তাঁদের পোষ্যগণের উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা মেডিক্যাল সেন্টারের মাধ্যমে নিশ্চিতকরণ

২১. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে জমাদানের জন্য মাসিক কার্যক্রম প্রতিবেদন তৈরীতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক তা প্রেরণ নিশ্চিত করা দায়িত্ব পালন

২২. কর্পোরেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইনি বিষয়ে দায়িত্ব পালন

২৩. প্রয়োজন অনুযায়ী কর্পোরেশনকে প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং কর্পোরেশনের পক্ষে ইজারা চুক্তিসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদন করা এবং প্রযোজ্য আমমোক্তার নামায় অর্পিত ক্ষমতা অনুশীলন করা

২৪. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন চুক্তি, Memorandum & Articles of Association প্রস্তুতকরণে সহযোগিতা করা

২৫. পরিচালনা পর্ষদের সচিব হিসেবে কাজ করা বাস্তবায়ন

২৬. বোর্ডের সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা নির্বাহ/প্রয়োগ করা এবং বোর্ড মিটিং এর জন্য বিষয়সমূহ তৈরী এবং সভার কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ সংরক্ষণ করা দান করা

২৭. নিয়ন্ত্রনাধীন সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভায় যোগ দান করা এবং মিটিং এর সিদ্ধান্ত/নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করা

২৮. নিয়ন্ত্রনাধীন সংস্থাসমূহের পরিচালনা পর্ষদের সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করা এবং সভার সিদ্ধান্ত চেয়ারম্যানকে অবহিত করা

২৯. কর্পোরেশন এবং নিয়ন্ত্রনাধীন সংস্থাসমূহের জনসংযোগ কার্যক্রম পরিদর্শন/সমন্বয় করা

৩০. বিপিসি ও এর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা

৩১. প্রটোকল ও জনসংযোগ শাখার কাজের তদারক ও সমন্বয় করা

২.৬ নিরীক্ষা বিভাগ

১. বিপিসি এবং এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের হিসাব ও প্রকল্পসমূহের নিরীক্ষা কাজ ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বার্ষিক ভিত্তিতে সম্পন্ন করা

২. সংস্থার প্রয়োজনে যে কোন ধরনের বিশেষ নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা

৩. বিপিসির হিসাব সংক্রান্ত কার্যাদি নিয়মিত পরীক্ষা করার পাশাপাশি পরিশুদ্ধের জন্য পরামর্শ প্রদান করা

৪. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্য সম্পন্নের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা

৫. সরকারি অডিট অধিদপ্তরের সাধারণ, অগ্রিম ও সংকলনভূক্ত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা

৬. সংস্থার বহি: নিরীক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যক্রম সম্পাদন

৭. গুরুতর অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে কর্তৃপক্ষের নজরে আনার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা

৮. সকল ধরনের প্রেরিতব্য প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ নিশ্চিত করা

৯. অভ্যন্তরীণ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রি-অডিট সম্পন্ন করা

১০. বিপিসি এবং অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের সরকারী বাণিজ্যিক অডিট সংক্রান্ত সকল আপত্তি, জবাব ইত্যাদি যথাযথভাবে সমন্বয়, জবাব প্রস্তুত ইত্যাদি সহ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন

১১. অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ড্রাফট অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা, যাচাই ইত্যাদি সম্পাদনসহ পরিচালক (অর্থ) এর জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০

২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৩.১ পরিচালন কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড-এ প্রক্রিয়াকরণের জন্য ১১,৫১,৯৬৩.৪৮ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি করা হয়। এ বাবদ ব্যয় ছিল ৩,৮৫৪.৬৪ কোটি টাকা বা ৪৫৫.৯১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী অর্থ বছরে ক্রুড অয়েল আমদানির পরিমাণ ছিল ১৩,৬১,৮৭৬.৮০ মেট্রিক টন এবং আমদানি ব্যয় ছিল ৬০৮০.৩৯ কোটি টাকা বা ৭২১.২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে ১৬,০২৯.২৫ মেট্রিক টন কনডেনসেট ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড-এ গ্রহণপূর্বক প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থ বছরে ২২,৮৩৯.৩২৩ মেট্রিক টন কনডেনসেট গ্রহণপূর্বক প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিপিসি ১১,৫১,৯৬৩.৪৮ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানির পাশাপাশি ৩৩,৯৮,৪০৫.৪৬ মেট্রিক টন ডিজেল, ১৩১,৮৭০.৪৩ মেট্রিক টন অকটেন, ৩৪২,৮৫৫.৭২ মেট্রিক টন জেট-এ-১ এবং ১৭৫,৬৯৩ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল আমদানি করেছে। পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি খাতে এ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছে ১৭,৭৩২.৮৫ কোটি টাকা বা ২,০৯০.৯৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিপিসি কোন ল্যুব বেস অয়েল আমদানি করেনি। তবে বিপিসি'র অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ণ লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড (ইএলবিএল) ও স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (এসএওসিএল) কর্তৃক ল্যুব বেস অয়েল আমদানি করা হয়। বেসরকারী খাতে ল্যুব বেস অয়েল ব্লেন্ডিং প্ল্যান্ট স্থাপনসহ প্রক্রিয়াকৃত ল্যুব্রিকেটিং অয়েল আমদানি ও বাজারজাতকরণ উন্মুক্ত করার ফলে ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ল্যুব বেস অয়েল আমদানি খাতে বিপিসি'র কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সামগ্রিকভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৫২,০০,৭৮৯.০৪ মেট্রিক টন এবং এ আমদানি বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২১,৫৮৭.৪৯ কোটি টাকা বা ২৫৪৬.৮৭৯মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট আমদানি ব্যয় ছিল ৩০,৭৩৯.৩৮ কোটি টাকা বা ৩,৬৪৬.৪২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল)-এ উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ন্যাফথা স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে সরবরাহের পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। তবে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কোন ন্যাফথা বিদেশে রপ্তানি করা হয়নি। পূর্ববর্তী অর্থ বছরে ৩৬,৫১২.৭৭ মেট্রিক টন ন্যাফথা বিদেশে রপ্তানি করে ১৭৯.৭৫ কোটি টাকা বা ২১.৫৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করা হয়েছিল। এছাড়া স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেডকে ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে যথাক্রমে ৮২,৩৮৬ মেট্রিক টন ও ৭১,৯৫৭ মেট্রিক টন ন্যাফথা সরবরাহ করা হয়।

৩.২ উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন দেশে জ্বালানি তেল আমদানি, পরিশোধন, মজুদ ও সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী যথোপযোগী অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট ১১ টি প্রকল্প চলমান ছিল যার মধ্যে ১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয় ও ১০টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। তাছাড়া ৪টি নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয় বিবেচনায় রয়েছে । প্রকল্পের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক) ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহঃ

নং	প্রকল্প	অর্থায়ন
১।	কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন।	বিপিসি, পিওসিএল, এমপিএল, জেওসিএল

খ) চলমান প্রকল্পসমূহঃ

নং	প্রকল্প	অর্থায়ন
১।	ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন	জিওবি, বিপিসি, পিএ
২।	জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চন ব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ	বিপিসি
৩।	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কনস্যালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২	বিপিসি
৪।	ফিড সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২	বিপিসি
৫।	চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন প্রকল্প	বিপিসি
৬।	কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)	পিওসিএল
৭।	কনস্ট্রাকশন অব ২০ স্টোরিড যমুনা অফিস বিল্ডিং(যমুনা ভবন) এ্যাট কাওরান বাজার, ঢাকা (সেকেন্ড ফেজ)	জেওসিএল
৮।	কনস্ট্রাকশন অব ১৯ স্টোরিড মেঘনা ভবন উইথ ০৩ বেজমেন্ট ফ্লোর এ্যাট আগ্রাবাদ কর্মাশিয়াল এরিয়া, চট্টগ্রাম	এমপিএল
৯।	ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প	বিপিসি
১০।	ইনস্টলেশন অব কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো মিটার এ্যাট ইআরএল ট্যাংক ফার্ম	বিপিসি

গ) প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহঃ

নং	প্রকল্প	অর্থায়ন
১।	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২	বিপিসি
২।	অটোমেশন অব অয়েল ডিপো ইনক্লুডিং সেফটি এন্ড সিকিউরিটি	বিপিসি
৩।	ফিজিবিলিটি ষ্টাডি ফর কম্পোজিট পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী, এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট,স্ট্র্যাটিজিক অয়েল রির্জাভার এন্ড এসপিএম এ্যাট পায়রা পোর্ট	বিপিসি
৪।	কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে এলপিজি টার্মিনাল স্থাপন প্রকল্প	বিপিসি

ইতোমধ্যে ১.০০ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার "কনষ্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনষ্টলেশন" প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ায় দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ করা সহজতর হয়েছে। জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ও নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের জ্বালানি তেল অপারেশন, মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ জ্বালানি খাতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। তন্মধ্যে ERL Unit-2 প্রকল্পের জন্য FEED Service, PMC Service, এসপিএম, আইবিএফপিএল প্রকল্প, জেট এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ টু কেএডি, চট্টগ্রাম-ঢাকা পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) দেশে আমদানিতব্য অপরিশোধিত ও পরিশোধিত (ডিজেল) জ্বালানি তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপ লাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য 'Installation of Single Point Mooring (SPM) With Double Pipeline' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জাহাজ হতে ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল ৯/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে এবং আমদানিতব্য ৭০-৮০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল ৩৬ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। জাহাজ ভাড়া, লাইটারেজ ব্যয়, অপারেশন লস হ্রাস পাবে।

(২) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে জ্বালানী তেল আরো দ্রুত ও সহজে সরবরাহের লক্ষ্যে "জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চনব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ" প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। ফলে, এয়ারপোর্টে আগত উড়োজাহাজসমূহে জেট-এ-১ সরবরাহ ব্যবস্থা আরও নিশ্চিত হবে।

(৩) আমদানিতব্য জ্বালানি তেল (ডিজেল) পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল কোম্পানীসমূহের প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে ঢাকাস্থ ডিপোতে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ, দ্রুত নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য ''চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরবরাহ ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংহত হবে।

(৪) ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারী লিমিটেড (NRL)-এ উৎপাদিত ডিজেল ভারতের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহের লক্ষ্যে "India-Bangladesh Friendship pipeline (IBFPL)" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত হতে বাংলাদেশে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে।

(৫) পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আরও ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রিফাইনারির বার্ষিক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে এবং পরিবেশবান্ধব EURO-5 মানের জ্বালানি উৎপাদন সম্ভব হবে।

অনুমোদিত ও চলমান বর্ণিত ১১টি প্রকল্পের মধ্যে সমাপ্ত ০১টি প্রকল্পসহ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৪৫৮৩৬.০০ (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশত ছত্রিশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল।

সরকার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং অনুমোদনের মাধ্যমে যে সুদুরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো নিশ্চিত ও সুদৃঢ় করা সম্ভব হবে।

৩. ৩ বিপণন কার্যক্রম

দেশে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রয় পরিমাণ ছিল ৫৫,০৩,০৯১ মেট্রিক টন। পক্ষান্তরে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রয় পরিমাণ ছিল ৬৫,৪৯,৫৯৭ মেট্রিক টন। অর্থাৎ, আলোচ্য অর্থ বছরে পূর্ববর্তী অর্থ বছর অপেক্ষা ১০,৪৬,৫০৬ মেট্রিক টন বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে। বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহকে ফার্নেস অয়েল আমদানির অনুমতি প্রদান করায় বিপিসি'র ফার্নেস অয়েল বিক্রয় হ্রাস পায়। অপরদিকে, ডুয়েল ফুয়েল চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে ডিজেলের পরিবর্তে আমদানিকৃত Liqufied Natural Gas (LNG) ব্যবহার করায় এবং বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে ২৬ মার্চ, ২০২০ হতে ৩০ মে, ২০২০ পর্যন্ত সরকার সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণার ফলে জরুরি সেবা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহন বন্ধ থাকায় ডিজেল বিক্রয় হ্রাস পায়। উপরোক্ত ৩টি কারণে পূর্বের বছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের পরিমাণ ১০.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন কম হয়েছে।

সারাদেশে মোট বিক্রয়কৃত পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩৭.২৩%; ময়মনসিংহ বিভাগে ২.৫৪%; চট্টগ্রাম বিভাগে ২১.১৭%; খুলনা বিভাগে ১১.৭৬%; রংপুর বিভাগে ৭.০৩%; রাজশাহী বিভাগে ১২%; বরিশাল বিভাগে ৪.৫৮% এবং সিলেট বিভাগে ৩.৬৯% বিক্রি হয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে কৃষি খাতে ১৮%; শিল্প খাতে ৭.৬৫%; বিদ্যুৎ খাতে ৬.৭৪%; যোগাযোগ খাতে ৬৪.২৭%; গৃহস্থালি খাতে ১.৯৭%; এবং অন্যান্য খাতে ১.৩৭% পেট্রোলিয়াম পণ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

দেশে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নৌপথে প্রায় ৮৪ শতাংশ, রেলপথে প্রায় ৮ শতাংশ এবং সড়ক পথে প্রায় ৭ শতাংশ জ্বালানি তেল পরিবহন করা হয়েছে। নৌপথে জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির পরিবহন বহরে ৯১টি কোস্টাল ট্যাংকার, ৭১টি বে-ক্রসিং শ্যালো ট্যাংকার, ৪টি শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার এবং ১৫টি মিনি অয়েল ট্যাংকার (সর্বমোট ১৮১টি ট্যাংকার) ভাড়ায় নিয়োজিত রয়েছে। প্রতিটি কোস্টাল ট্যাংকারের পরিবহন ক্ষমতা ১০০০ থেকে ২০০০ মে.টন, বে-ক্রসিং শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকারের ধারণ ক্ষমতা ৬০০ থেকে ৮০০ মে.টন এবং প্রতিটি শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকারের ধারণ ক্ষমতা ২০০ থেকে ৪০০ মে.টন।

মূল-স্থাপনা, চট্টগ্রাম থেকে মিটার গেজ রেলপথে সিলেট, মোগলাবাজার, শ্রীমঙ্গল, রংপুর ডিপোতে জ্বালানি তেল পরিবহন করা হয়। পক্ষান্তরে, দৌলতপুর ডিপো থেকে ব্রডগেজ রেলপথে পার্বতীপুর, রাজশাহী/ হরিয়ান এবং নাটোর ডিপোতে জ্বালানি তেল পরিবহন করা হয়।

চট্টগ্রামস্থ মূল-স্থাপনা ব্যতীত দেশের ২১টি স্থানে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির ডিপো/সরবরাহ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া উড়োজাহাজে জ্বালানি তেল সরবরাহের জন্য শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সংলগ্ন কুর্মিটোলা, চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিপিসি'র অধীনস্থ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিঃ এর ৩টি এভিয়েশন ডিপো রয়েছে। কক্সবাজার বিমান বন্দরে বিপিসি'র অধীনস্থ স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিঃ বিমানে জ্বালানি তেল সরবরাহ করছে।

কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হচ্ছে দেশের উত্তরাঞ্চল। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে দেশের উত্তরাঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পণ্যের মোট বিক্রয় পরিমাণ ছিল ১০,৪৭,১১১ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে ডিজেল বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৮,১২,৭৫৪ মে.টন, যা মোট বিক্রয়ের ৭৮%। উল্লেখ্য, উত্তরাঞ্চলে বাঘাবাড়ী ও চিলমারীতে ২টি নৌ-ডিপো; পার্বতীপুর, রংপুর ও নাটোরে ৩টি রেলহেড ডিপো এবং রাজশাহী/হরিয়ানে ২টি রেলহেড সরবরাহ কেন্দ্র রয়েছে। উত্তরাঞ্চলে সকল ডিপোর মোট ডিজেল ধারণ ক্ষমতা ৭৮,৮৮৫ মে.টন, এর মধ্যে শুধুমাত্র বাঘাবাড়ী ডিপোর ডিজেল ধারণ ক্ষমতা ৬০,০৬৭ মে.টন। রবি মওসুমে দেশের উত্তরাঞ্চলে বোরোধান ও গম চাষের নিমিত্ত সেচকার্যের জন্য ডিজেলের চাহিদা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে যমুনা নদীর নাব্যতা অস্বাভাবিক হ্রাস পাওয়ার কারণে নৌপথে দেশের উত্তরাঞ্চলে সেচকার্যের জন্য বর্ধিত পরিমাণে জ্বালানি তেল সরবরাহ প্রায়শঃ বিঘ্নিত হয়। ফলে কৃষিসেচ মওসুমে রেলপথে জ্বালানি তেল পরিবহনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

প্রতি বছর রবি মওসুমে দেশের উত্তরাঞ্চলে সেচকার্যের জন্য বর্ধিত পরিমাণ ডিজেল সরবরাহের নিমিত্ত বিপিসি সুনির্দিষ্ট ''কনটিনজেন্সি প্ল্যান'' গ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন, অন্যান্য অংশীজন সংস্থা ও বিপিসি'র অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যথাসময়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে বাম্পার বোরো ধানসহ অন্যান্য কৃষিজ ফসলাদি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

টেবিল ১: বিগত দুই বছরে পণ্য ভিত্তিক বিক্রয়

পরিমাণঃ মে.টন

পণ্য	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
জেট এ-১	৪৩০৩৪১	৩৪৫১২৬
অকটেন	২৬৬৯৮৮	২৬২৮২৫
পেট্রোল	৩১৮৫৯৩	৩২২৪৩২
কেরোসিন	১২১৪৯৭	১০৫৮৫১
ডিজেল	৪৫৯৩৪৮৬	৪০২৩৪০৯
ফার্নেস অয়েল	৬৮৩৮৮০	৩৬৪২৪১
এলডিও	৯৬	২৬৮
জেবিও	১২৯৮৪	১২৭৩৮
লুব অয়েল	২৩৪০২	২১১২৮
এসবিপিএস	১৪৩৮	৫০৩
এমটিটি	১০২৭১	৬৫৪৮
এলপিজি	২০১৭৩	১৩৪২১
বিটুমিন	৬৬৪৪৮	২৪৬০১
সর্বমোট	**৬৫৪৯৫৯৭**	**৫৫০৩০৯১**

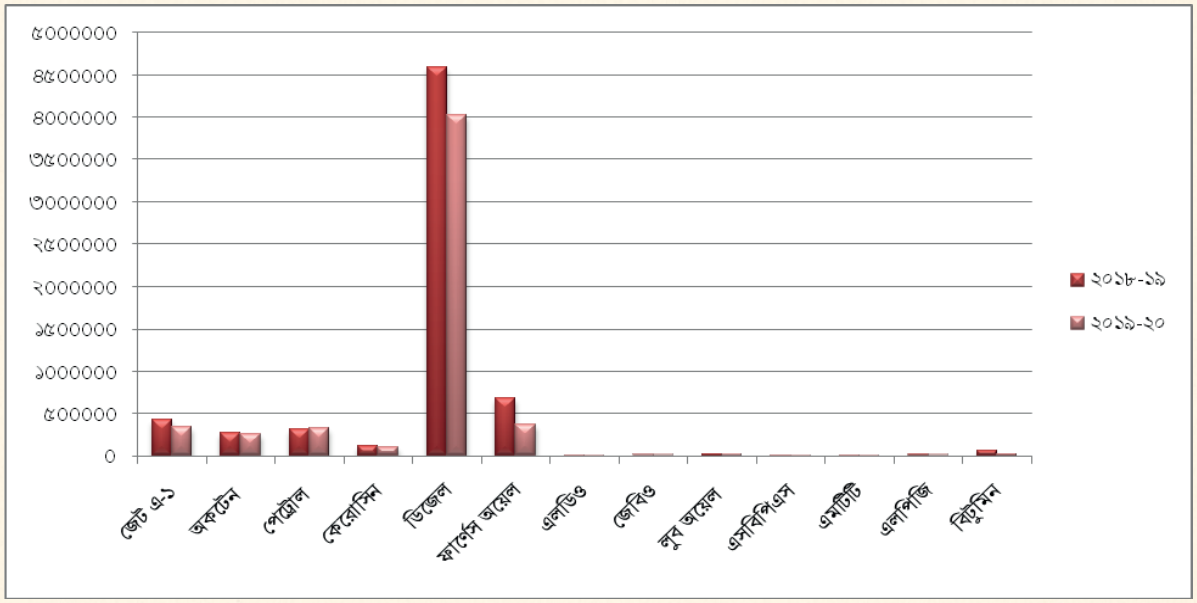

টেবিল ২: জ্বালানি তেল আমদানি ব্যয়

(কোটি টাকায়)

খাত	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
অশোধিত তেল আমদানি ব্যয়	৬,০৮০.৩৯	৩,৮৫৪.৬৪
পরিশোধিত তেল আমদানি ব্যয়	২৩,৩৭৬.৫০	১৭,০৪৫.৮১
ফার্নেস আমদানি ব্যয়	১,২৮২.৪৯	৬৮৭.০৪
লুব্রিকেন্ট আমদানি ব্যয়	০	০
মোট আমদানি ব্যয়	৩০,৭৩৯.৩৮	২১,৫৮৭.৪৯
বাদ রপ্তানি আয়	১৭৯.৭৫	০.০০
নীট আমদানি বিল	**৩০,৫৫৯.৬৩**	**২১,৫৮৭.৪৯**

টেবিল ৩ : বিপণন কোম্পানি কর্তৃক পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয় পরিসংখ্যান ২০১৯-২০

পরিমাণঃ মে.টন

পণ্য	পদ্মা	মেঘনা	যমুনা	এসএওসিএল/ অন্যান্য	মোট ২০১৮-১৯	মোট ২০১৯-২০
অকটেন	৮৯৩৭৪	১০১৭৩৮	৭১৭১৩	০	২৬৬৯৮৮	২৬২৮২৫
পেট্রোল	১১৮৮৬১	১০৬৭৯৩	৯৬৭৭৮	০	৩১৮৫৯৩	৩২২৪৩২
কেরোসিন	৩০৬৬২	৩৭৬৯৯	৩৭৪৯০	০	১২১৪৯৭	১০৫৮৫১
ডিজেল	১২৩৯৯৭২	১৫৯৫৯২৫	১১৭৬৪৮১	১১০৩১	৪৫৯৩৪৮৬	৪০২৩৪০৯
এলডিও	২৬৮	০	০	০	৯৬	২৬৮
ফার্নেস অয়েল	১১৯৩৬৪	১২৩৮১১	৯৫৪৬৩	২৫৬০৩	৬৮৩৮৮০	৩৬৪২৪১
জেবিও	৪৪৩৫	৪৬৫৩	৩৬৫০	০	১২৯৮৪	১২৭৩৮
লুব অয়েল	৪২২৪	৯৬০৯	৩৫৪৯	৩৭৪৬	২৩৪০২	২১১২৮
এলপিজি	৩৩৫৫	৩৭২৬	৩২৬৩	৩০৭৭	২০১৭৩	১৩৪২১
বিটুমিন	৫৮৩৭	৮৬৩০	১৯৮৩	৮১৫১	৬৬৪৪৮	২৪৬০১
জেট এ-১	৩৪২৬০৫	০	০	২৫২১	৪৩০৩৪১	৩৪৫১২৬
এসবিপিএস	৫০৩	০	০	০	১৪৩৮	৫০৩
এমটিটি	**৫১১২**	**১৪৩৬**	**০**	**০**	**১০২৭১**	**৬৫৪৮**

টেবিল ৪: ২০১৮-১৯ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জ্বালানি তেলের আমদানির পরিমাণ ও মূল্যের তুলনামূলক বিবরণ

পণ্যের পরিমাণ	২০১৮-১৯			২০১৯-২০		
	পরিমাণ মে.টন	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা	পরিমাণ মে.টন	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা
১। ক্রুড অয়েল	১,৩৬১,৮৭৬.৮০	৭২১.২৮০	৬,০৮০.৩৯	১,১৫১,৯৬৩.৪৮	৪৫৫.৯১	৩,৮৫৪.৬৪
২। রিফাইন্ড অয়েল	৪,২৮১,৯৫৮.১৪	২,৭৭৩.০১৩	২৩,৩৭৬.৫০	৩,৮৭৩,১৩১.৬১	২,০০৯.৬৬	১৭,০৪৫.৮১
৩। ফার্নেস অয়েল	৩১৮,৬৩৩.৫২	১৫২.১৩৪	১,২৮২.৪৯	১৭৫,৬৯৩.৯৫	৮১.৩১	৬৮৭.০৪
৪। ল্যুব বেজ অয়েল	০	০	০	০	০	০
সর্বমোট	**৫,৯৬২,৪৬৮.৪৬**	**৩,৬৪৬.৪২৭**	**৩০,৭৩৯.৩৮**	**৫,২০০,৭৮৯.০৪**	**২,৫৪৬.৮৮**	**২১,৫৮৭.৪৯**

টেবিল ৫ : ২০১৮-১৯ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জ্বালানি তেলের রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্যের তুলনামূলক বিবরণঃ

পণ্যের নাম	বছর	পরিমাণ মে.টন	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	কোটি টাকা
ন্যাফথা	২০১৮-২০১৯	৩৬,৫১২.৭৭	২১.৫৫৩	১৭৯.৭৫
	২০১৯-২০২০	০	০	০

টেবিল ৬: ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রধান প্রধান পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুদ

ক) প্রারম্ভিক মজুদ (০১/০৭/২০১৯) পরিমাণঃ মে.টন

পণ্য	রিফাইনারির তৈলাধার	প্রধান স্থাপনা,চট্টগ্রাম (ভাসমান মজুদসহ)	দেশের বিভিন্ন ডিপোর মজুদ (ভাসমান মজুদসহ)	পথিমধ্যে	মোট
অকটেন	৬২৪৫	৩৩৯৯	৪৪৯৭	১৮২১	১৫৯৬২
পেট্রোল	২১৮০	৩৩৬০	৫৬৫৯	৯২৭	১২১২৬
জেট এ-১	০	৩৩৩৬৭	২১৭৬১	৪৬১০	৫৯৭৩৮
কেরোসিন	৫৩৬৫	১১৪২২	৯১০৭	৫৫০	২৬৪৪৪
ডিজেল	৮৮৫৬৫	২১৪১৩৪	২২১৩৬৭	৩৯৬৩৭	৫৬৩৭০৩
ফার্নেস অয়েল	৯৬৮৫	২১২৪৩	১৯২৭৫	৪৭০৪	৫৪৯০৭
এলপিজি, লুব, বিটুমিন	৩৭৯৫	১৬৬২	০	০	৫৪৫৭
সর্বমোট	১১৫৮৩৫	২৮৮৫৮৭	২৮১৬৬৬	৫২২৪৯	৭৩৮৩৩৭

খ) সমাপনী মজুদ (৩০/০৬/২০২০) পরিমাণঃ মে.টন

পণ্য	রিফাইনারির তৈলাধার	প্রধান স্থাপনা,চট্টগ্রাম ভাসমান মজুদ	দেশের বিভিন্ন ডিপোর মজুদ (ভাসমান মজুদসহ)	পথিমধ্যে	মোট
অকটেন	৩৫১০	৫২১৬	৫৩০০	৫০৫	১৪৫৩১
পেট্রোল	৬০০	৩০৭৯	৮০১৯	১৮৬২	১৩৫৬০
জেট এ-১	৮৯৫	৩৭০৪৫	২৮৪০৯	০	৬৬৩৪৯
কেরোসিন	৪৯১৫	৮০৫৩	১০৯১১	৬২	২৩৯৪১
ডিজেল	৬১৭৯০	২১৭০১৪	২৮৯০১৩	৩১০৫১	৫৯৮৮৬৮
ফার্নেস অয়েল	৪৯৫৮৫	৫১০৫৯	৩৯৯৪৬	৪১১২	১৪৪৭০২
এলপিজি, লুব, বিটুমিন	৩৯৫৩	৬৯২২	০	০	১০৮৭৫
সর্বমোট	**১২৫২৪৮**	**৩২৮৩৮৮**	**৩৮১৫৯৮**	**৩৭৫৯২**	**৮৭২৮২৬**

টেবিল ৭ ঃ দেশের বিভিন্ন তেল ডিপোর আওতাধীন জেলাসমূহের নাম

ডিপোর নাম ও অবস্থান	জেলা সমূহের নাম
প্রধান স্থাপনা, গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, ফেনী ও আংশিক কুমিল্লা, আংশিক লক্ষীপুর, আংশিক নোয়াখালী। প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম থেকে কোস্টাল ট্যাংকারযোগে গোদনাইল, ফতুল্লা, দৌলতপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, চাঁদপুর, আশুগঞ্জ ও ভৈরব ডিপোতে এবং রেলওয়াগনযেগে সিলেট, শ্রীমঙ্গল, রংপুর, এবং ঢাকাস্থ ইপিওএল ডিপোতে জ্বালানি তেল প্রেরণ করা হয়।
গোদনাইল/ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জ	ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, নেত্রকোনা ও আংশিক কিশোরগঞ্জ। গোদনাইল/ফতুল্লা থেকে শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকারযোগে বাঘাবাড়ী ও চিলমারী ডিপোতে জ্বালানি তেল প্রেরণ করা হয়।
ইপিওএল, ঢাকা	ঢাকা।
দৌলতপুর, খালিশপুর, খুলনা	খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, বাগেরহাট ও আংশিক ফরিদপুর, আংশিক রাজবাড়ী, আংশিক গোপালগঞ্জ, আংশিক মাদারীপুর। দৌলতপুর ডিপো থেকে রেলওয়াগনযোগে পার্বতীপুর, নাটোর, রাজশাহী ও হরিয়ান ডিপোতে জ্বালানি তেল প্রেরণ করা হয়।
বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।	সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, বগুড়া, রাজশাহী, নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, আংশিক গাইবান্ধা।
চিলমারী বার্জ ডিপো, কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম।
রংপুর রেলহেড ডিপো, রংপুর	রংপুর, লালমনিরহাট, আংশিক নীলফামারী (ডোমার, ডিমলা ও জলঢাকা উপজেলা), আংশিক গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম (চিলমারী বার্জে জ্বালানি তেল না থাকলে)।
পার্বতীপুর রেলহেড ডিপো, দিনাজপুর	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, আংশিক নীলফামারী (সৈয়দপুর ও নীলফামারী সদর উপজেলা), আংশিক জয়পুরহাট (জয়পুরহাট সদর ও পাঁচবিবি উপজেলা)।
নাটোর রেলহেড ডিপো, নাটোর	নাটোর, আংশিক রাজশাহী (রাজশাহী ও হরিয়ান সরবরাহ কেন্দ্রে জ্বালানি তেল না থাকলে), আংশিক চাপাইনবাবগঞ্জ (রাজশাহী ও হরিয়ান সরবরাহ কেন্দ্রে জ্বালানি তেল না থাকিলে), আংশিক বগুড়া (নন্দীগ্রাম) ।
রাজশাহী/হরিয়ান রেলহেড ডিপো, রাজশাহী	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, আংশিক নওগাঁ (সাপাহার, পোরসা, পত্নীতলা, ধামুরহাট, মান্দা উপজেলা)।
সিলেট রেলহেড ডিপো, সিলেট	সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
শ্রীমঙ্গল রেলহেড ডিপো, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ।
সাচনা বাজার বার্জ ডিপো, সাচনা বাজার, সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ।
ভৈরব/আশুগঞ্জ ডিপো, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, আংশিক নরসিংদী, আংশিক কিশোরগঞ্জ, আংশিক নেত্রকোনা, আংশিক হবিগঞ্জ।
ব্রাহ্মনবাড়ীয়া ডিপো	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া।
চাঁদপুর ডিপো, চাঁদপুর	চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালীর বৃহত্তর অংশ, আংশিক ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, আংশিক কুমিল্লা, আংশিক শরিয়তপুর।
বরিশাল ডিপো, বরিশাল	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, মাদারীপুর ও আংশিক ফরিদপুর, আংশিক শরিয়তপুর।
ঝালকাঠি ডিপো, ঝালকাঠি	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, মাদারীপুর ও আংশিক ফরিদপুর, আংশিক শরিয়তপুর।
মোংলা	বাগেরহাট।

টেবিল ৮: বিগত ৫(পাঁচ) অর্থ বছরে জ্বালানি তেল বিক্রয় পরিসংখ্যান

পরিমাণ ঃ মেঃ টন

পণ্য	২০১৫-১৬	%	২০১৬-১৭	%	২০১৭-১৮	%	২০১৮-১৯	%	২০১৯-২০	%
জেট এ-১	৩৪৭৩২৩	৬.৬১	৩৭৬৭০০	৬.৪০	৪০৮২৭২	৫.৮৮	৪৩০৩৪১	৬.৫৭	৩৪৫১২৬	৬.২৭
অকটেন	১৪৭৫৫৭	২.৮১	১৮৬৯১১	৩.১৭	২৩০২৮০	৩.৩১	২৬৬৯৮৮	৪.০৮	২৬২৮২৫	৪.৭৮
পেট্রোল	১৩৭৩৬০	২.৬১	২৩২৩৫৯	৩.৯৫	২৮৪৬৬৮	৪.১০	৩১৮৫৯৩	৪.৮৬	৩২২৪৩২	৫.৮৬
কেরোসিন	২১৩৬৮৫	৪.০৭	১৭০৯৯৩	২.৯০	১৩৮৪০৩	১.৯৯	১২১৪৯৭	১.৮৬	১০৫৮৫১	১.৯২
ডিজেল	৩৬০৬৪০৪	৬৮.৬১	৪০০০০৪৪	৬৭.৯৩	৪৮৩৫৭১২	৬৯.৬০	৪৫৯৩৪৮৬	৭০.১৩	৪০২৩৪০৯	৭৩.১১
ফার্নেস অয়েল	৭১১৮৮৯	১৩.৫৪	৮০৬৪৪০	১৩.৬৯	৯২৫১৫০	১৩.৩১	৬৮৩৮৮০	১০.৪৪	৩৬৪২৪১	৬.৬২
এলডিও	২৭৫৮	০.০৫	৬৬০	০.০১	৯৬	০.০০	৯৬	০.০০	২৬৮	০.০০
জেবিও	১৬৮৫৯	০.৩২	১৭১৩৩	০.২৯	১৭৯১০	০.২৬	১২৯৮৪	০.২০	১২৭৩৮	০.২৩
লুব অয়েল	১৭৪৪৫	০.৩৩	১৮৭৫২	০.৩২	১৯৮১২	০.২৯	২৩৪০২	০.৩৬	২১১২৮	০.৩৯
এসবিপিএস	২০৭	০.০০	৮৬৫	০.০১	১৯৯৩	০.০৩	১৪৩৮	০.০২	৫০৩	০.০১
এমটিটি	২০৩৭	০.০৪	৬৪৭৫	০.১১	১০৩৩৮	০.১৫	১০২৭১	০.১৬	৬৫৪৮	০.১২
এলপিজি	১৬০৫০	০.৩১	১৬৩৭০	০.২৮	১৬৩০৩	০.২৩	২০১৭৩	০.৩১	১৩৪২১	০.২৪
বিটুমিন	৩৬৪৪৬	০.৬৯	৫৫০২৮	০.৯৩	৫৯৩৯৯	০.৮৫	৬৬৪৪৮	১.০১	২৪৬০১	০.৪৫
সর্বমোট	৫২৫৬০২০	১০০	৫৮৮৮৭৩০	১০০	৬৯৪৮৩৩৬	১০০	৬৫৪৯৫৯৭	১০০	৫৫০৩০৯১	১০০.০০
বৃদ্ধি/হ্রাস (+/-)	-৬৫৪০৩	-	+৬৩২৭১০	-	+১০৫৯৬০৬	-	-৩৯৮৭৩৯	-	-১০৪৬৫০৬	-
%	-১.২৩	-	+১২.০৪	-	+১৭.৯৯	-	-৫.৭৪	-	-১৫.৯৮	-

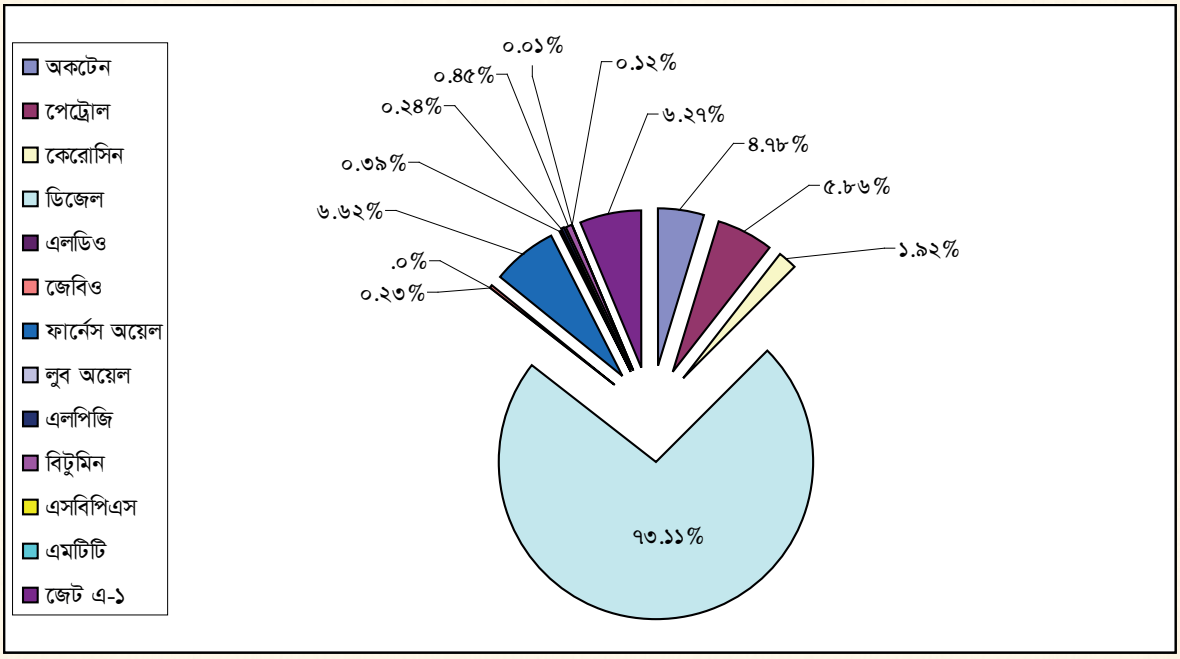

২০১৯-২০ অর্থ অর্থ বছরে পণ্য ভিত্তিক জ্বালানি তেল বিক্রয়ের শতকরা হারের লেখচিত্র।

প্রধান স্থাপনা হতে অভ্যন্তরীণ ডিপোসমূহে জ্বালানী তেল সরবরাহের প্রবাহচিত্র

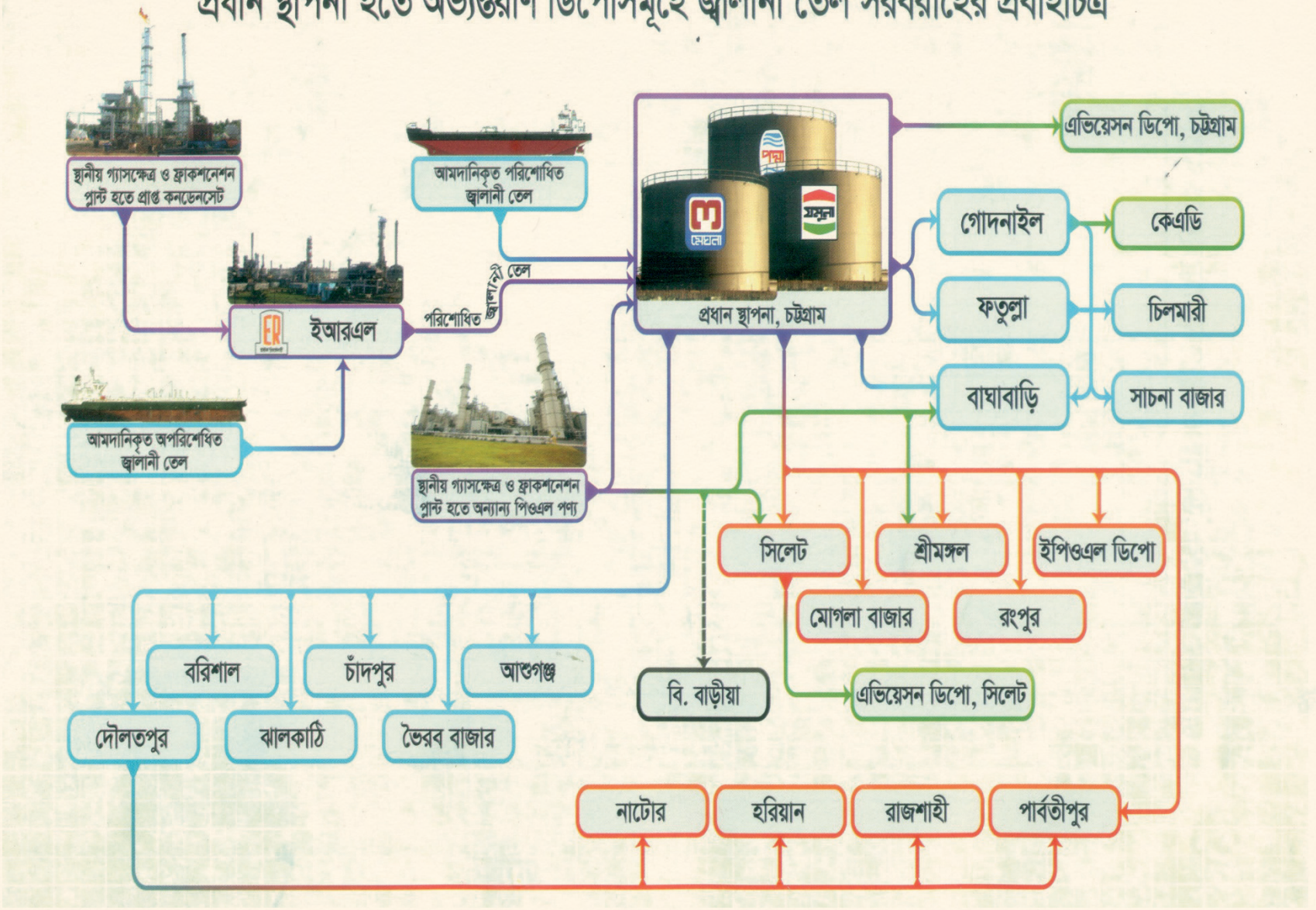

জ্বালানি তেলের ডিপো ও স্থাপনাসমূহের অবস্থান

৩. ৪ আর্থিক কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৫২,০০,৭৮৯.০৪ মেট্রিক টন জ্বালানী তেল আমদানী করতে মার্কিন ডলার ২৫৪৬.৮৮ মিলিয়ন সম-পরিমাণ টাকা ২১,৫৮৭.৪৯ কোটি ব্যয় হয়। এর মধ্যে ১১,৫১,৯৬৩.৪৮ মেঃ টন ক্রুড অয়েল আমদানী বাবদ মার্কিন ডলার ৪৫৫.৯১ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ৩,৮৫৪.৬৪ কোটি এবং ৪০,৪৮,৮২৫.৫৭ মেঃ টন রিফাইন্ড অয়েল আমদানী বাবদ মার্কিন ডলার ২০৯০.৯৭ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ১৭,৭৩২.৮৫ কোটি।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে আইটিএফসি-জেদ্দা থেকে মার্কিন ডলার ৫১৪.৮০ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মার্কিন ডলার ৬৮৮.৬৫ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অপরিশোধিত (ক্রুড অয়েল), পরি-শোধিত জ্বালানি তেল আমদানির পরিমাণ ও আমদানি ব্যয় এর বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলোঃ

টেবিল ৯ : পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির পরিমাণ

(ক) অপরিশোধিত তেল আমদানি

অর্থ বছর	পরিমাণ (মে.টন)	এফওবি মূল্য/ ইউএসডি মিলিয়ন	কোটি টাকা
২০১১-১২	১০,৮৩,৪৬৭	৯১৯.২৬	৭,০৫৩.৫১
২০১২-১৩	১২,৯২,১০২	১০৬০.৩০	৮,৫৩৬.৭০
২০১৩-১৪	১১,৭৬,৬৯৩	৯৬৮.৫৫	৭,৯৫৭.২৯
২০১৪-১৫	১৩,০৩,১৯৪	৭৩৪.০০	৫,৭৩৯.৩৫
২০১৫-১৬	১০,৯৩,১২০	৩৩৬.৪৯	৩,২২৫.৯২
২০১৬-১৭	১৩,৮৭,৯৬৬	৫১৪.১০	৪,১৩২.৩৫
২০১৭-১৮	১১,৭২,১৭৫	৫৬৫.৯৯	৪,৬০৩.৮১
২০১৮-১৯	১৩,৫৮,১৫৯	৭২১.২৮	৬,০৮০.৩৯
২০১৯-২০	১১,৫১,৮১৪.২২	৪৫৫.৯১	৩,৮৫৪.৬৪

(খ) পরিশোধিত তেল আমদানি

অর্থ বছর	জেট এ-১, এসকেও, মোগ্যাস এবং এইচএসডি		লুব্রিকেটিং বেইস অয়েল		ফার্নেস অয়েল	
	পরিমাণ (মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকা)
২০১১-১২	৩৪০৯৯৩৫	২৭১১১.২৪	৪৯৮০	৫৩.১১	৬৮০৯৮২	৩৮১৯.০৭
২০১২-১৩	২৮২৭১৬০	২১৯৪৯.১০	৪৮৫৩	৩৮.৫৬	৮০৩৬০৩	৪৩৬৭.২৬
২০১৩-১৪	৩১৫৮৩৪৩	২৩৪৮৫.৫৬	০	০.০০	১০১৬১০১	৫১৪৪.৬৮
২০১৪-১৫	৩৪০৩৮৮৯	১৮৫৬৯.৬২	০	০.০০	৬৯১৭০৫	২৭১৪.৩০
২০১৫-১৬	৩৩৩৭৪২৭	১১১১০.৩১	০	০.০০	৩৩৫১৫০	৬৬০.৫২
২০১৬-১৭	৩৮,৭১,৪৩২	১৪,৪৩৩.৯১	০	০.০০	৫,২১,১৯৯	১,২৪০.৬৬
২০১৭-১৮	৪৮,৯২,০৮৯	২৩,৩০০.৬৭	০	০.০০	৬,৫০,৫৪০	২,০৯১.৫২
২০১৮-১৯	৮২,৮১,৯৫৮	২৩,৩৭৬.৫০	০	০.০০	৩,১৮,৬৩৪	১,২৮২.৪৯
২০১৯-২০	৩৮,৬৫,১৩১.৬২	১৭,৭৩২.৮৫	০	০.০০	১,৭৫,৬৯৩.৯৫	৬৮৭.০৪

টেবিল ১০: সরকারি কোষাগারে অর্থ প্রদান

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০ (সাময়িক)
আমদানি শুল্ক	১৮০৮.৫৯	১৫৬৭.৮২
ভ্যাট	৬৫৬৪.৫৫	৬০৭৪.১৭
আয়কর	৯১৬.৯২	১১৮০.৮৮
লভ্যাংশ	৩০০.০০	৩০০.০০
উদ্বৃত্ত (অর্থ)	-	৫০০০.০০
সর্বমোট	৯৫৯০.০৬	১৪১২২.৮৭

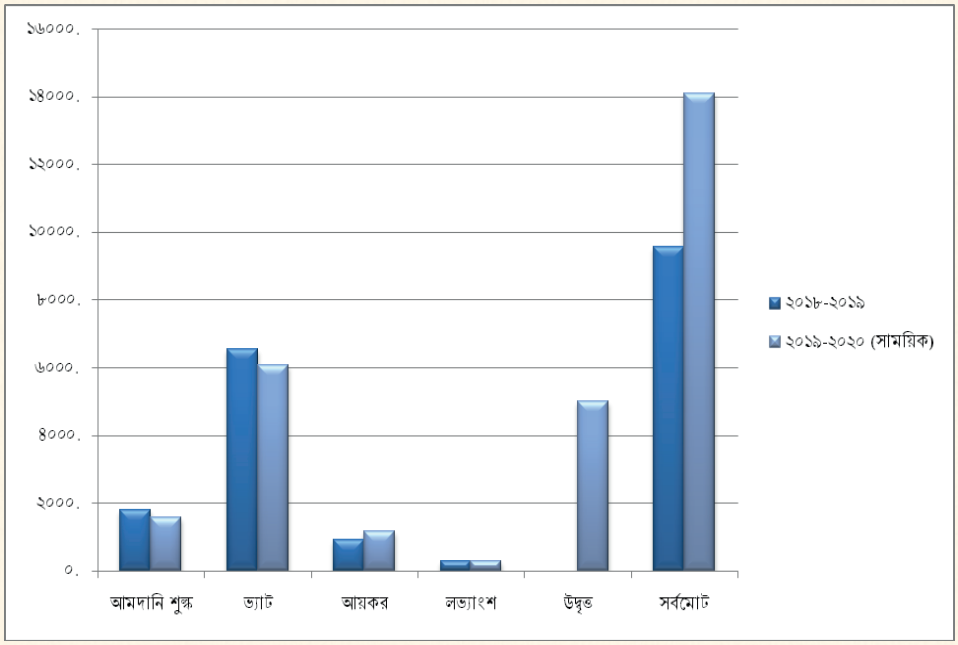

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০
অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কার্যক্রম

৪.১ ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ১০০ ভাগ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯৯৪ ইং সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। ১৯৬৮ সালে প্রায় ১৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দৈনিক প্রায় ৩৪,০০০ ব্যারেল। ইআরএল এর মূল কাজ হলো বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের আমদানীকৃত ক্রুড অয়েল পরিশোধন করে বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করে তেল বিপণন কোম্পানীতে সরবরাহ করা। এ বাবদ বিপিসি থেকে প্রাপ্ত প্রসেসিং ফি কোম্পানীর আয়ের মূল উৎস। তাছাড়া বিপিসি'র পক্ষে আরসিও প্রসেসিং, বিটুমিন উৎপাদন, আমদানীকৃত ক্রুড অয়েল ও রপ্তানীকৃত পণ্যের হ্যান্ডিং কমিশন, প্রোডাক্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনসেনটিভ ইত্যাদি কোম্পানীর আয়ের অন্যান্য উৎস। ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল)-এ প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিপিসি কর্তৃক ০২ (দুই) টি গ্রেডের অপরিশোধিত জ্বালানি তেল অর্থাৎ মারবান ক্রুড অয়েল এবং এরাবিয়ান লাইট ক্রুড অয়েল (এএলসি) আমদানি করা হয়। এছাড়া, পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র থেকে বিপিসি কনডেনসেট গ্রহণপূর্বক ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড-এ প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। অপরদিকে, দেশীয় শিল্প রক্ষা ও আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকরণসহ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের বিষয় বিবেচনা করে ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল)-এ উপজাত হিসাবে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ন্যাফথা স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ইত:পূর্বে ইআরএল-এ উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ন্যাফথা বিদেশে রপ্তানি করা হতো।

জনবল কাঠামো

অনুমোদিত অর্গানোগ্রামে ২২৩ জন কর্মকর্তা ও ৬৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারীর পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৮৩ জন কর্মকর্তা, ৫৩৮ জন শ্রমিক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

জনবল কাঠমো (২০১৯-২০২০)

কর্মচারী			কর্মকর্তা		
গ্রেড	অনুমোদিত	বর্তমান	গ্রেড ও পদ	অনুমোদিত	বর্তমান
গ্রেড-১	৬৫২	১৬০	স্পেশালঃ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর	১	১
গ্রেড-২		৬৭	স্পেশালঃ এম জেনারেল ম্যানেজার	৬	২
গ্রেড-৩		৯৪	এম-১: ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	১৭	১৬
গ্রেড-৪		৫৮	এম- ২: এ্যাসিসটেন্ট জেনারেল ম্যানেজার	২৯	১০
গ্রেড-৫		৫২	এম-৩: ম্যানেজার	৪৭	৩৯
গ্রেড-৬		৭৫	এম-৫: এ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার	১২৩	১১৫
গ্রেড-৭		৩২	এম-৭: অফিসার		
মোট		৫৩৮	এম-৮: অফিসার		
			মোট	২২৩	১৮৩

Eastern Refinery Limited

(Un Audited)

Statement of Financial Position
As on 30th June'20

ASSETS

A)	NON CURRENT ASSETS:	Amount in Tk.	Amount in Tk.
	Operating Fixed Assets	1234665522.59	
	Capital Work in progress:	32053833.62	
	Defferd Gratuity	160000000.00	
			1426719356.21
B)	CURRENT ASSETS:		
	Stores and Spares	845636465.04	
	Fixed Deposit with Banks	819219266.29	
	Accounts Receivable	89846800.02	
	Receivable from BPC	108803069.44	803069.44
	Deposits and Prepayments	32270306.69	
	Loans and Advances	532668878.66	
	Cash and Bank balances	51307680.90	
			2479752467.04
TOTAL ASSETS			3906471823.25
LIABILITIES & SHAREHOLDERS' EQUITIES			
C)	SHAREHOLDER EQUITIES		
	Paid Up Capital	330000000.00	
	Captal Reserve	512920725.11	
	Revenue Reserve	864892292.31	
	Unappropriated Profit	276884166.61	
	TOTAL SHAREHOLDER EQUITIES		1984697184.03
D)	LONG TERM LIABILITIES		
	Long Term Loan		
	Govt. ADP Loan	61452377.05	
	IDA Credit	2105972.85	
	Total Long Term Loan	63558349.90	
	Gratuity Payable	570434966.00	
	Deferred Tax Liability	145539049.11	
	TOTAL LONG TERM LIABILITIES		779532365.01
E)	CURRENT LIABILITIES:		
	Accounts Payable	824236190.41	
	Provision for Taxation	276756083.80	
	Proposed Dividend	41250000.00	
	TOTAL CURRENT LIABILITIES		1142242274.21
	TOTAL LIABILITIES & SHAREHOLDERS' EQUITY		3906471823.25

Eastern Refinery Limited

Statement of comprehensive Income
As on 30th June'20

		Amount in Tk.
Operating Income		1655767164.13
Less: Processing Expenses		1331574122.58
Gross Profit / (Loss)		324193041.55
Less: Administrative Expenses	462768585.22	
Financial Expenses	459115.50	
		463227700.72
Operating Profit/ (Loss)		(139034659.17)
Add/(Less): Interest & Other Income	126635612.96	
Inventory Adjustment		
Prior Years Adjustment	234707398.70	361343011.66
Profit / (Loss) before WPPF		222308352.49
Less: WPPF 5%		-
Net Profit/(Loss) before Taxation		222308352.49
Income Tax Expenses		-
Provision for Taxation (Current Tax)@35%		-
Deferred Tax Expenses/ (Income)		-
Net Profit /(Loss) after Taxation		222308352.49
Add : Balance carried Forward		76120837.07
Profit/Loss Available for Appropriation		298429189.56
APPROPRIATIONS		
Proposed Dividend		-
Revenue Reserve		-
Capital Reserve		15816794.76
Adjustment against Expences		5728228.19
Profit/(Loss) carried Forward		276884166.61

৪.২ পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৃটিশ-ভারত উপনিবেশিক সময়কালে এর সৃষ্টি। কোম্পানীর পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান "রেংগুন অয়েল কোম্পানী" ঊনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বের এই অংশে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা শুরু করে এবং বর্তমানে এটি দেশের বৃহত্তম তেল বিপণন কোম্পানীসমূহের মধ্যে অন্যতম।

কোম্পানীর জনবল

	সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত
কর্মকর্তা	২৯৫	২৩৫
কর্মচারী-শ্রমিক	৯১৬	৭৩৮
মোট	১২১১	৯৭৩

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

৩০ শে জুন ২০২০ ও ৩০ শে জুন ২০১৯ তারিখে

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

	হাজার টাকায়	
	৩০ শে জুন ২০২০	৩০ শে জুন ২০১৯
সম্পত্তি সমূহ		
স্থায়ী সম্পত্তি সমূহ		
স্থাবর সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	১,৭৮৪,৫৪৩	১,৭৬৪,০৫৮
নির্মাণাধীন মূলধন	৫০৬,৮৩৩	৫১০,৩৬৯
বিনিয়োগ- অসমন্বয় তহবিল (এফডিআর)	১,০৫৯,৮৮৫	–
	৩,৩৫০,২৬১	২,২৭৪,৪২৭
চলতি সম্পত্তি সমূহ		
মজুদমাল	১৮,৮৯৮,৪৩৬	১৮,৭৬৫,৮৩০
দেনাদার	১৮,৩১১,০৮২	১৮,০৪৯,৮৭৫
অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা	১২,৩৩০,৮৫০	৮৫,৩১৮,৮৫১
অগ্রিম, জমা ও আগাম প্রদান	১৪৬,৮৫৭	৩৫৮,২৬৫
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৩৬,৪৯৬,৮৬২	৩১,৩০৭,৩৯০
	৮৬,২৭৭,৩৫২	১৬৫,৮৩০,২২২
মোট সম্পত্তি সমূহ	৮৯,৬২৭,৬১৩	১৬৮,২০৭,৮১৮
মালিকানাস্বত্ব ও দায় সমূহ		
শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব		
শেয়ার মূলধন	৯৮২,৩২৭	৯৮২,৩২৭
অসমন্বয় তহবিল সঞ্চিতি (পুনর্মূল্যায়িত মূল্য)	৩৬,৪২৮	–
সংরক্ষিত আয়	১৪,৪৬৬,৪৬৪	১৩,৯৮০,৪৩২
মোট মালিকানাস্বত্ব	১৫,৪৮৫,২৭০	১৪,৯৬২,৭৫৯
স্থায়ী দায় সমূহ		
বিলম্বিত কর দায়	২২২,৯২৮	১৮৭,৩৩০
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	১৮৩,৪৫০	১৮৩,৪৫০
	৪০৬,৩৭৮	৩৭০,৭৮০
চলতি দায় সমূহ		
পাওনাদার	১০,৯১৬,৮৯৬	২১,১০৭,৬৫৭
সরকার ও অন্যান্য খাতে দায়	৩,৯৫৫,৯৫৭	১০,৭৬৪,৭০০
অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়	৫৭,৪৬৮,৪৭৪	১১৯,৮৮২,৪০২
অপরিশোধিত দায়	৪,২৭৯,৮৩৩	২,৪০৬,৪৮৫
লভ্যাংশ খাতে দায়	১৩৭,৮৩৩	১২৬,৮৬৩
দাবিহীন খাতে দায়	২৪০,৫৫০	২২৫,২৪০
	৭৩,৭৩৫,৯৬৫	১৫২,৮৭৪,২৭৯
মোট দায় সমূহ	৭৪,১৪২,৩৪৩	১৫৩,২৪৫,০৫৯
মোট মালিকানাস্বত্ব ও দায় সমূহ	৮৯,৬২৭,৬১৩	১৬৮,২০৭,৮১৮
শেয়ার প্রতি নীট সম্পত্তির মূল্য (এনএভি) (টাকা)	১৫৭.৬৪	১৫২.৩২

পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

লাভ লোকসান ও অন্যান্য সামগ্রিক আয়ের বিবরনী

৩০ শে জুন ২০২০ ও ৩০ শে জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের

	হাজার টাকায়	
	৩০ শে জুন ২০২০	৩০ জুন ২০১৯
পেট্রোলিয়াম পণ্যের মোট আয়	**২,১৫৮,০৫৭**	**২,৮৫২,০৩৮**
পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রত্যেক্ষ ব্যয়		
মোড়ক সামগ্রী	(১৮,৮১৯)	(২০,৪১৫)
হ্যান্ডলিং	(৬,৩৮০)	(৭,৩৪৬)
	(২৫,১৯৯)	(২৭,৭৬১)
	২,১৩২,৮৫৮	২,৮২৪,২৭৭
পরিচালন খাতে নীট লাভ/ক্ষতি	৫১,৭৮৭	৬১,৪৩৪
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের নীট আয়	২,১৮৪,৬৪৫	২,৮৮৫,৭১১
পরিচালন খরচ		
প্রশাসনিক, বিক্রয় ও বিতরন খরচ	(২,০৮৩,০৩৯)	(২,০৯১,৫২০)
অর্থসংস্থান খাতে ব্যয় ও প্রদেয় সুদ	(২২১,০৪০)	(২৬০,৪৩১)
	(২,৩০৪,০৭৯)	(২,৩৫১,৯৫১)
পেট্রোলিয়াম ব্যবসার ব্যবসায়িক মুনাফা	**(১১৯,৪৩৪)**	**৫৩৩,৭৬০**
অন্যান্য পরিচালন আয়- পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়	৮৭৪,১২৮	৮৪৯,০০৬
এগ্রো-কেমিক্যালস ব্যবসায় পরিচালন মুনাফা	(২৮,৭৬১)	(৪২,৩৮২)
	৮৪৫,৩৬৭	৮০৬,৬২৪
মোট পরিচারন মুনাফা	**৭২৫,৯৩৩**	**১,৩৪০,৩৮৪**
অপরিচালন আয়	৩,১০৩,৬৫৭	২,৬৭০,৪৬১
শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব এবং কল্যান তহবিল পূর্ব নীট মুনাফা	**৩,৮২৯,৫৯১**	**৪,০১০,৮৪৫**
শ্রমিকদের (মুনাফায়) অংশীদারিত্ব এবং কল্যান তহবিলে দেয় নীট মুনাফার ৫%	(১৯১,৪৮০)	(২০০,৫৪২)
করপূর্ব নীট মুনাফা	**৩,৬৩৮,১১১**	**৩,৮১০,৩০৩**
আয়কর বাবদ বরাদ্দ		
চলতি কর	(৮৯২,৯৩৯)	(৯৪৯,৬৪৬)
বিলম্বিত কর	(১৫,৫৩৫)	(৫,১৩৮)
	(৯০৮,৪৭৪)	(৯৫৪,৭৮৪)
করউত্তর নীট মুনাফা - সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরিত	**২,৭২৯,৬৩৭**	**২,৮৫৫,৫১৯**
অবচয় তহবিলে স্থানান্তর	(৩৬,৬২৮)	-
	২,৬৯৩,০০৯	**২,৮৫৫,৫১৯**
অন্যান্য সামগ্রিক আয়	-	-
মোট সামগ্রিক আয়	**২,৬৯৩,০০৯**	**২,৮৫৫,৫১৯**
শেয়ার প্রতি আয় (ই পি এস) (বেসিক) (টাকা)	**২৭.৭৯**	**২৯.০৭**

৪.৩ মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। অত্র কোম্পানি বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য এবং বিপি ও ক্যাষ্ট্রল ব্যান্ডের লুব্রিকেন্টস সমগ্র দেশে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও বিপণন কাজে নিয়োজিত। ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) গঠনের পর বিপিসি'র অধ্যাদেশ-৮৮ এর আওতায় দুটি তেল বিপণন কোম্পানি মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ০১-০১-১৯৭৭ তারিখে বিপিসি'র আওতাধীনে আনা হয়। মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লি-মিটেড-কে একীভূত করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ১৯৭৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। প্রশা-সনিক মন্ত্রণালয়ের ৭ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখের সার্কুলার মোতাবেক উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দায়-দেনা মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এ স্থানান্তর করা হয়। ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ হতে নব গঠিত মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

কোম্পানি ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ৫ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ২৯ মে, ২০০৭ তারিখে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০৮.২১ কোটি টাকা ।

জনবল কাঠামোঃ

অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে কোম্পানির বর্তমান জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে জনবল সংখ্যা	বর্তমান জনবল (৩০ জুন ২০২০ তারিখে)
কর্মকর্তা	২৩০	১৫১
কর্মচারী	১৪০	৯৯
শ্রমিক ও সিকিউরিটি গার্ড	৩৭০	১৫৬
মোটঃ	৭৪০	৪০৬

মেঘনা পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

৩০ জুন ২০২০ তারিখে

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

	৩০ জুন ২০২০ টাকা	৩০ জুন ২০১৯ টাকা
সম্পত্তি		
স্থায়ী সম্পত্তি		
পরিচালনাধীন স্থায়ী সম্পত্তি	১,৩৬২,৯১১,৭৫১	১,৪০৯,২২০,৮৮৯
নির্মাণাধীন সম্পত্তি	১৯৭,৩২৭,৯৭৭	১৩১,৭৯৪,৫৬৭
সুনাম	-	৮,৩০৮,৪৭০
মোট স্থায়ী সম্পত্তি	**১,৫৬০,২৩৯,৭২৮**	**১,৫৪৯,৩২৩,৯২৬**
চলতি সম্পদ		
স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ	৮,৬০৭,৪৫৮,৬২৯	১১,০০৬,৫৫৯,৬৪১
মজুদ মাল	১৫,১২৭,৭৫৬,৮৫৭	১৩,৭৯১,৬৯৩,৭০৭
খতিয়ানী দেনা	৮,৭০১,৮২৫,৫১৮	২৯,০৭০,৯৩২,৮৪৮
অগ্রিম, জমা ও আগাম প্রদান	১,৭৪৬,২০৬,৪০৫	১,৮৮৬,০৭৬,৮৭৮
নগদ ও ব্যাংক তহবিল	২০,৩২৫,০৪৫,৯১১	২২,৬৯১,৩৯৯,৬৯১
মোট চলতি সম্পদ	**৫৪,৫০৮,২৯৩,৩২০**	**৭৮,৪৪৬,৬৬২,৭৬৫**
সর্বমোট সম্পদ	**৫৬,০৬৮,৫৩৩,০৪৮**	**৭৯,৯৯৫,৯৮৬,৬৯১**
ইক্যুইটি ও দায়		
ইক্যুইটি		
শেয়ার মূলধন	১,০৮২,১৬১,০৮০	১,০৮২,১৬১,০৮০
শেয়ার মানি বিনিয়োগ	৪৯,৫৩৬,৫১০	৪৯,৫৩৬,৫১০
সংরক্ষিত তহবিল	১১,৭৫৫,০০০,০৪৮	৯,৬০৫,০০০,০৪৮
অবন্টনকৃত মুনাফা	৩,১৫২,৪৯৬,১৩৬	৩,৮৪৬,৫৫৮,০১৪
শেয়ারহোল্ডারগণের মোট তহবিল	**১৬,০৩৯,১৯৩,৭৭৪**	**১৪,৫৮৩,২৫৫,৬৫২**
বিলম্বিত দায়		
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আনুতোষিক	৮৪,১৯৮,৯২৬	(৫,০৬৫,৩৬৪)
বিলম্বিত কর দায়	৪৩,৮৭৭,২৭৩	৩৯,৩১৫,৬৫৪
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	৬৪,৪০৬,৪৯৮	৭৪,৩০৪,৭৬৬
মোট বিলম্বিত দায়	**১৯২,৪৮২,৬৯৭**	**১০৮,৫৫৫,০৫৬**
চলতি দায়		
স্বল্প মেয়াদী ঋণ	৯,৮৯৮,২৬৮	-
বিবিধ পাওনাদার এবং বরাদ্দ	৩৮,৫২৫,১৫৮,৭৫৯	৬৩,৭৬৫,৮৪০,৯৬৯
শ্রমিক অংশীদারিত্ব ও কল্যাণ তহবিল	২১৬,১৪১,৩৭৫	২৬৫,৯৮৯,৪৬২
অদাবীকৃত লভ্যাংশ	১১৩,৩২৫,৫৫০	৭৬,০২৩,৭৮১
আয়কর বাবদ বরাদ্দ	৯৭২,৩৩২,৬২৫	১,১৯৬,৩২১,৭৭১
মোট চলতি দায়	**৩৯,৮৩৬,৮৫৬,৫৭৭**	**৬৫,৩০৪,১৭৫,৯৮৩**
সর্বমোট দায়	**৪০,০২৯,৩৩৯,২৭৪**	**৬৫,৪১২,৭৩১,০৩৯**
মোট ইক্যুইটি ও দায়	**৫৬,০৬৮,৫৩৩,০৪৮**	**৭৯,৯৯৫,৯৮৬,৬৯১**
শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ	**১৪৮.২১**	**১৩৪.৩০**

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

৩০ জুন, ২০২০ তারিখে

লাভ লোকসান ও অন্যান্য সামগ্রিক আয়ের বিবরণী

	৩০ জুন ২০২০ টাকা	৩০ জুন ২০১৯ টাকা
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রি হতে অর্জিত স্থুল মুনাফা	**১,৯৯৮,৪২৫,২৬০**	**২,৩৫৫,৬৬০,৮৫৬**
নীট পরিচালন লাভ / (ক্ষতি)	১০৬,৮৮০,৯৭০	৯৪,৪৩৪,২৯১
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রি হতে অর্জিত নীট মুনাফা	**২,১০৫,৩০৬,২৩০**	**২,৪৫০,০৯৫,১৪৭**
অন্যান্য পরিচালন আয়	**২৭৪,৩৭৭,৯১৭**	**২৩০,৯০৭,৭৫৪**
মোট আয়	**২,৩৭৯,৬৮৪,১৪৭**	**২,৬৮১,০০২,৯০১**
পরিচালন খরচঃ		
বিক্রয়, বিতরণ এবং প্রশাসনিক খরচ	(১,০২৩,৩১৭,৪২৯)	(১,১২০,৩৬৩,৬৪৬)
অর্থায়ন বাবদ খরচ	(১২৩,৯২৭,২৫০)	(১১১,৮৩২,১০৫)
সুদ বাবদ বিপিসি-কে প্রদেয়	(১২২,০৭৭,৫২৫)	(১৪৩,৮১৩,৪৮০)
	(১,২৬৯,৩২২,২০৪)	(১,৩৭৬,০০৯,২৩১)
মোট পরিচালনালব্ধ মুনাফা	**১,১১০,৩৬১,৯৪৩**	**১,৩০৪,৯৯৩,৬৭০**
অন্যান্য খাতে আয়	৩,২১২,৪৬৫,৫৬৬	৪,০১৪,৭৯৫,৫৬৬
শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল প্রদানের পূর্বে নীট আয়	**৪,৩২২,৮২৭,৫০৯**	**৫,৩১৯,৭৮৯,২৩৬**
৫% হারে শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিলে প্রদান	(২১৬,১৪১,৩৭৫)	(২৬৫,৯৮৯,৪৬২)
করপূর্ব মুনাফা	**৪,১০৬,৬৮৬,১৩৪**	**৫,০৫৩,৭৯৯,৭৭৪**
কর বাবদ বরাদ্দঃ		
চলতি	(১,০২২,৯৪৪,৭৭৩)	(১,২৪৩,০৬৩,০০৪)
বিলম্বিত	(৪,৫৬১,৬১৯)	(১১,৫৯৯,৬৩৬)
	(১,০২৭,৫০৬,৩৯২)	(১,২৫৪,৬৬২,৬৪০)
কর উত্তর মুনাফা শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল পরিবর্তন বিবরণীতে স্থানান্তর	**৩,০৭৯,১৭৯,৭৪২**	**৩,৭৯৯,১৩৭,১৩৪**
শেয়ার প্রতি আয়	**২৮.৪৫**	**৩৫.১১**

৪.৪ যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

১৯৬৪ সালে ২ (দুই) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় তেল কোম্পানি হিসেবে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেড (পিএনওএল) নামক কোম্পানিটি যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ অ্যাব্যানড্যান্ড প্রোপার্টি (কনট্রোল এন্ড ডিসপোজাল) আদেশ ১৯৭২ (পিও নং ১৬, ১৯৭২) বলে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেডকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করে অধিগ্রহণ করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল অয়েল্স লিমিটেড। অতঃপর ১৩ জানুয়ারি ১৯৭৩ তারিখের এক সরকারি আদেশ বলে পুনঃনামকরণ করা হয় যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (জেওসিএল)। ১৯৭৫ সনের ১২ মার্চ কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত হয়, যার অনুমোদিত মূলধন ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা। ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের মুনাফা থেকে ৫.০০ কোটি টাকা মূল্যমানের বোনাস শেয়ার ইস্যু করে এ কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গত ২৫-০৬-২০০৭ তারিখে এ কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর অনুমোদিত মূলধন ৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১০-০৮-২০০৭ তারিখে পুনরায় ৩৫.০০ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পরিশোধিত মূলধন ৪৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তাদের মালিকানাধীন শেয়ার থেকে প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ১,৩৫,০০,০০০টি সাধারণ শেয়ার অর্থাৎ; ১৩.৫০ কোটি টাকার শেয়ার ডাইরেক্ট লিস্টিং পদ্ধতির আওতায় অফ-লোড এর লক্ষ্যে বিগত ০৯-০১-২০০৮ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ তালিকাভূক্ত হয় এবং যথারীতি উপরোক্ত শেয়ার পুঁজিবাজারে অফ-লোড করা হয়। পরবর্তীতে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশিষ্ট শেয়ার হতে আরো ১৭ শতাংশ শেয়ার গত ২৫-০৭-২০১১ তারিখে অফ-লোড করা হয়।

বিভিন্ন অর্থ বছরে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ১১০.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়, যা প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ১১,০৪,২৪,৬০০টি শেয়ারে বিভক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা যথাক্রমে ৬০.০৮% ও ৩৯.৯২%।

যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড একটি জ্বালানি তেল বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান দেশের সামগ্রীক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে জনগণের দোরগোড়ায় জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সূচারুভাবে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন। কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম হলো পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস সংগ্রহ, মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

কোম্পানির বর্তমান জনবল :

বর্ণনা	অর্গানোগ্রাম মোতাবেক	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
কর্মকর্তা	২৪২	১২৯	-১১৩
কর্মচারী	১৩৭	১০৩	-৩৪
শ্রমিক	৪২৭ (সিকিউরিটিসহ)	২৬৩	-১৬৪
মোট	৮০৬ জন	৪৯৫ জন	-৩১১ জন

JAMUNA OIL COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 30 JUNE 2020

Particulars	30 June 2020 Taka	30 June 2019 Taka
ASSETS		
NON CURRENT ASSETS		
Property, Plant & Equipment	913,909,377	948,870,607
Capital Work-in-Progress	1,059,801,973	199,063,496
Investment in Associate	-	-
Long Term Investment	10,764,046,319	5,545,971,000
Deferred Tax Asset	-	-
Investment in Associate	104,066,853	183,345,533
	12,841,824,522	**6,877,250,636**
CURRENT ASSETS		
Short Term Investment	9,230,943,753	14,451,521,043
Inventories	11,807,428,423	10,594,828,067
Accounts & Other Receivable	1,795,394,585	2,106,979,128
Advances, Deposits & Pre-payments	3,711,800,523	4,345,765,079
Cash and Cash Equivalents	9,646,475,885	7,903,467,533
	36,192,043,169	**39,402,560,850**
TOTAL ASSETS	**49,033,867,691**	**46,279,811,486**
EQUITY AND LIABILITIES		
SHAREHOLDERS' EQUITY		
Share Capital	1,104,246,000	1,104,246,000
Capital Reserve	152,833,103	152,833,103
General Reserve	10,000,000,000	10,000,000,000
Fair Value Gain On Investment	3,387,681,451	4,639,530,350
Retained Earnings	3,177,612,478	2,611,283,590
TOTAL EQUITY	**17,822,373,032**	**18,507,893,043**
NON CURRENT LIABILITIES		
Provision for Gratuity	869,989,772	863,750,437
Deferred Tax Liability	423,261,497	658,706,191
	1,293,251,269	**1,522,456,628**
CURRENT LIABILITIES		
Creditors & Accruals	27,391,698,548	23,768,500,831
Creditors For Other Finance	424,647,879	339,444,096
Income Tax Payable	2,030,636,734	2,108,859,107
Unclaimed Dividend	71,260,229	32,657,781
	29,918,243,390	**26,249,461,815**
TOTAL LIABILITIES	**31,211,494,659**	**27,771,918,443**
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	**49,033,867,691**	**46,279,811,486**
Contingent Liabilities, Assets and Commitments	-	-

JAMUNA OIL COMPANY LIMITED
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2020

Particulars	30 June 2020 Taka	30 June 2019 Taka
Net Earnings on Petroleum Products	1,046,919,688	1,306,751,345
Other Operating Income	308,575,595	343,023,207
Total Income	**1,355,495,283**	**1,649,774,552**
Expenses		
Administrative, Selling and Distribution Expenses	(844,557,851)	(807,363,218)
Financial Expenses	(172,631,347)	(203,829,593)
Depreciation	(126,483,960)	(114,985,000)
	(1,143,673,158)	**(1,126,177,811)**
Operating Profit / (Loss)	**211,822,125**	**523,596,741**
Other Income	2,673,519,751	2,717,012,074
Net Profit	**2,885,341,876**	**3,240,608,815**
Contribution to Workers' Profit Participation and Welfare Fund @ 5% of Net Profit	(144,267,094)	(162,030,441)
Share of Profit of Associates (Net Off Tax)	(79,278,680)	23,254,873
Profit before Income Tax	**2,661,796,102**	**3,101,833,247**
Income Tax (Expenses) / Benefits:		
Current	(674,477,598)	(755,077,750)
Deferred	14,530,184	(7,175,869)
	(659,947,414)	**(762,253,619)**
Profit after Income Tax	**2,001,848,688**	**2,339,579,628**
Other Comprehensive Income		
Unrealized Gains/(Loss) on Available-for-Sale Financial Assets	(1,472,763,410)	(387,337,676)
Deferred Tax on Un-Realized Gain/ Loss	220,914,511	58,100,651
Total Comprehensive Income	**749,999,789**	**2,010,342,603**
Earnings Per Share (EPS)	**18.13**	**21.19**

৪.৫ এলপি গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাত করার সময় উপজাত হিসেবে উৎপাদিত এলপিজি সংরক্ষণ করে বোতলজাতপূর্বক গার্হস্থ্য রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর মালিকানায় পরিচালিত যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক ১৯৭৭-৭৮ সালে উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রামে এলপিজি ষ্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি নির্মাণ করা হয়। এডিপি'র ঋণ (১২৫.০০ লক্ষ টাকা) এবং বৈঃ ক্রেডিট (৬৩,৯৬৬.০০ ফ্রাংক ফ্রাঁ) এর মাধ্যমে চট্টগ্রামস্থ এলপিজি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। স্থাপনকাল হতে ইহা বিপিসি'র একটি প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে এ প্রকল্পটি "এলপি গ্যাস লিমিটেড" নামে বিপিসি'র একটি সাবসিডিয়ারী হিসেবে ৩ মার্চ ১৯৮৩ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ১৯৮৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়। সরকারী ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ উৎস হতে উৎপাদিত এলপিজি বাজারজাত করার ব্যবস্থার আওতায় পেট্রোবাংলার রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বিপিসি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলায় আরো একটি এলপিজি ষ্টোরেজ, বটলিং ও ডিষ্টিবিউশন প্রকল্প গ্রহণ করে, যা ১৯৯৮ সালে উৎপাদনে যায়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্রকল্পটি ২৩৬৮.৫৯ লক্ষ টাকা এডিপি'র ঋণে বাস্তবায়ন করা হয় এবং এ প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলপি গ্যাস লিমিটেড চট্টগ্রামের সাথে একীভুত করা হয়। এলপি গ্যাস লিমিটেড-এর শতভাগ শেয়ারের মালিক বিপিসি।

এলপি গ্যাস লিমিটেড সরকারী পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে উৎপাদিত এলপিজি সংগ্রহ, স্টোরেজ, বোতলজাত করে বিতরণের জন্য বিপিসি'র মালিকানায় পরিচালিত বিপণন কোম্পানিসমূহকে সরবরাহ করে থাকে। এ লক্ষ্যে এলপি গ্যাস লিমিটেডের উত্তর পতেঙ্গা চট্টগ্রামস্থ এবং সিলেটের গোলাপগঞ্জ কৈলাশটিলাস্থ এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট দুইটি যথাক্রমে ইআরএল এবং আরপিজিএল-এ উৎপাদিত এলপিজি পাইপ লাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ ও স্টোরেজ করে বোতলজাতপূর্বক বিপিসি'র মালিকানায় পরিচালিত বিপণন কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে বাজারজাত করার লক্ষ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল-কে বিপিসি'র নির্দেশিত হারে সরবরাহ করে থাকে।

কোম্পানীর জনবল

	অনুমোদিত জনবল	কর্মরত
কর্মকর্তা	২১ জন	১০ জন
কর্মচারী	৬৫ জন	৫৭ জন
সর্বমোট	৮৬ জন	৬৭ জন

LP GAS LIMITED

(A Subsidiary Company of Bangladesh Petroleum Corporation)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT JUNE 30, 2020

ASSETS	Notes	2019-2020 Taka	2019-2020 Taka
NON CURRENT ASSETS:			
Property, Plant & Equipment	4.00	839,686,146	823,146,658
Deferred Expenditure of Grauity Fund	5.00	38,175,074	44,537,587
Fixed Deposits (FDR) of Depreciation Fund	6.00	606,900,000	585,900,000
TOTAL NON CURRENT ASSETS		1,484,761,220	1,453,584,245
CURRENT ASSETS:			
Inventories	7.00	27,598,842	20,546,531
Trade & other Receivables	8.00	152,263,906	137,515,178
Interest Receivable	9.00	17,968,740	17,345,678
Advances, Deposits & Pre-payments	10.00	16,536,363	64,773,589
Short Term Investment	11.00	50,000,000	50,000,000
Cash and Cash Equivalents	12.00	40,321,152	52,957,753
TOTAL CURRENT ASSETS		304,689,003	343,138,729
TOTAL ASSETS		**1,789,450,223**	**1,796,722,974**
EQUITY & LIABILITIES:			
Equity attributable to owners:			
Share Capital	13.00	100,000,000	100,000,000
Reserve	14.00	173,000,000	143,000,000
Depreciation fund reserve (Accumulated surplus)	15.00	348,056,637	322,394,496
Revaluation Reserve	4.02	760,505,254	778,801,942
Retained Earnings	16.00	16,344,825	44,134,946
TOTAL EQUITY		**1,397,906,716**	**1,388,331,384**
NON-CURRENT LIABILITY:			
Long Term Loan	17.00	2,576,847	6,864,113
Security Deposit for Cylinder	18.00	73,843,168	73,843,168
Provision forReplacement of Cylinder		49,865,116	73,843,168
Total Non Current Liability		**126,285,131**	**154,550,449**
CURRENT LIABILITIES:			
Trade and other payables	19.00	192,251,359	173,621,454
Provisions & Accruals	20.00	66,015,376	124,676,522
Other Liabilities	21.00	989,888	20,305,868
Long term Loan - Current portion	17.01	4,287,266	4,432,454
Worker's Profit Participation Fund	22.00	1,714,487	4,648,011
TOTAL CURRENT LIABILITIES		**265,258,376**	**327,684,309**
TOTAL EQUITY & LIABILITIES		**1,789,450,223**	**1,870,566,142**
NET ASSET VALUE PER SHARE		**139.79**	**138.83**

LP GAS LIMITED

(A Subsidiary Company of Bangladesh Petroleum Corporation)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

AS AT JUNE 30, 2020

Particulars	Notes	2019-2020 Taka	2019-2020 Taka
Revenue	23	626,076,680	963,670,822
Less: VAT		44,975,509	35,475,499
Net Sales		**581,101,171**	**928,195,323**
Less: Cost of Goods Sold	24	568,355,615	852,640,400
Gross Income		**12,745,556**	**75,554,923**
Less: Administrative & General Expenses	25	48,445,811	51,891,376
Trading Income/(Loss)		(35,700,255)	23,663,547
Less: Financial Expenses	25	481,720	703,343
Operating Income /(Loss)		(36,181,975)	22,960,204
Add: Non-operating Income	27	50,620,218	50,148,519
Add: Prior Year Income	21.02	19,851,498	19,851,500
Net Income before Contribution to WPPF and Taxation		**34,289,741**	**92,960,223**
Less: Worker's Profit Participation Fund	22	1,714,487	4,648,011
Net Income before Taxation		32,575,254	88,312,212
Less:Provision for Taxation	28	13,489,157	36,035,463
Net Income after Taxation		**19,086,097**	**52,276,749**
Less: Appropriation:			
Depreciation Fund Reserve	29	25,662,141	24,301,238
Total Appropriation:		**25,662,141**	**24,301,238**
NET INCOME FOR THE YEAR TRANSFERRED TO RETAINED EARNINGS	16	**(6,576,044**	**27,975,511**
Earning Per Share		1.91	5.23

৪.৬ ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

প্রধান কার্যালয়	:	১৯৮ সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ।
প্রধান স্থাপনা	:	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ।
নিবন্ধনের তারিখ	:	২২ শে অক্টোবর, ১৯৬৩।
ব্যবসার প্রকৃতি	:	তৈল বিপণন কোম্পানী গুলোর পক্ষে লুব্রিকেটিং অয়েল ব্লেন্ডিং এবং গ্রীজ সামগ্রী প্রক্রিয়াজাতকরণ। বেইজ অয়েল আমদানী ও বিপণন এবং বিটুমিন ও ব্যাটারী বিপণন।
কোম্পানীর ধরন	:	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী।
তালিকাভূক্তি	:	ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত।
অনুমোদিত মূলধন	:	১০.০০ মিলিয়ন টাকা।
পরিশোধিত মূলধন	:	৯.৯৪০ মিলিয়ন টাকা।
শেয়ার সংখ্যা	:	৯,৯৪,০০০।

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড
৩০ শে জুন ২০২০ ও তারিখে আর্থিক অবস্থার বিবরণী

	হাজার টাকায়	
	৩০ শে জুন ২০২০	৩০ শে জুন ২০১৯
সম্পত্তি সমূহ		
স্থায়ী সম্পত্তি সমূহ		
স্থাবর সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা	৭,৪২৮	৭,৮১৪
বিনিয়োগ অবচয় তহবিল	১৮,০০০	-
বিনিয়োগ-শেয়ার	৯১৫	১,৩০৮
মোট স্থায়ী সম্পত্তি সমূহ	**২৬,৩৪৩**	**৯,১২২**
চলতি সম্পত্তি সমূহ		
মজুদমাল	৩৭,২৬৮	১৬,৬০২
দেনাদার	২৩,৩০২	৩২,৩০২
অগ্রিম, জমা ও আগাম প্রদান	১৬,৩৪১	২৯,৭৮০
স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ (এফডিআর)	-	৫০,০০০
নগদ ও নগদ সমতুল্য	৩০৪,৮৮৬	১৯০,০৮৭
মোট চলতি সম্পত্তি সমূহ	**৩৮৩,৭৯৭**	**৩১৮,৭৭১**
মোট সম্পত্তি সমূহ	**৪১০,১৪০**	**৩২৭,৮৯৩**
মালিকানাসত্ব ও দায় সমূহ		
মালিকানাসত্ব		
শেয়ার মূলধন	৯,৯৪০	৯,৯৪০
সংরক্ষিত আয়	১,৬৫,৮৪৪	১৭১,৩১৪
অবচয় তহবিল সঞ্চিত	৯২৯	-
সাধারণ সঞ্চিতি	৬৬৭	৪০৮
মোট মালিকানাসত্ব	**১,৭৭,৩৮০**	**১৮১,৬৬২**
স্থায়ী দায় সমূহ		
বিলম্বিত কর দায়	৯৫৬	১,০১৪
মোট স্থায়ী দায় সমূহ	**৯৫৬**	**১,০১৪**
চলতি দায় সমূহ		
অগ্রীম বিক্রয়	১,০৫২	-
পাওনাদার ও বকেয়া সমূহ	২২৬,০৫৬	১৩৩,৮০৭
লভ্যাংশ খাতে দায়	২,৩০৫	১,৯০০
আয়কর খাতে দায়	২,০০৬	৭,৮৭৯
মুনাফার শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব ও কল্যান তহবিল	৩৮৪	১,৬৩১
মোট চলতি দায় সমূহ	**২৩১,৮০৪**	**১৪৫,২১৭**
মোট দায় সমূহ	**২৩২,৭৬০**	**১৪৬,২৩১**
মোট মালিকানাসত্ব ও দায় সমূহ	**৪১০,১৪০**	**৩২৭,৮৯৩**
শেয়ার প্রতি নীট সম্পত্তির মূল্য (এনএভি) (টাকা)	**১৭৮.৪৫**	**১৮২.৭৬**

ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড
৩০ শে জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের সামগ্রিক আয়ের বিবরণী

	হাজার টাকায়	
	৩০ শে জুন ২০২০	৩০ শে জুন ২০১৯
মোট রাজস্ব	৪৪,৫১৪	২০৫,৩৬৮
প্রকৃত খরচ	(৫৭,৯২৪)	(১৮৩,০৭৮)
মোট মুনাফা / (ক্ষতি)	**(১৩,৪১০)**	**২২,২৯০**
প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ	(২,৭১৯)	(৩,০২৭)
পরিচালন লাভ / (ক্ষতি)	**(১৬,১২৯)**	**১৯,২৬৩**
অপরিচালন আয়	২৪,২১১	১৩,৬৫৯
বিনিয়োগ ক্ষতি	(৩৯৩)	(২৯৪)
ব্যবসায়িক মুনাফা	**৭,৬৯০**	**৩২,৬২৮**
মুনাফার শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব ও কল্যান তহবিলে দেয়	(৩৮৪)	(১,৬৩১)
করপূর্ব মুনাফা	**৭,৩০৬**	**৩০,৯৯৭**
আয়কর বাবদ বরাদ্দ		
চলতি বছর	(২,০০৬)	(৭,৮৭৯)
পূবূবর্তী বছর	৪১	(১৬)
বিলম্বিত কর	৫৮	২১০
	(১,৯০৭)	**(৭,৬৮৫)**
কর পরবর্তী মুনাফা	**৫,৩৯৯**	**২৩,৩১২**
অন্যান্য **সামগ্রিক আয়**	-	-
অবচয় হতবিলে স্থানান্তর	**(৯২৯)**	
মোট **সামগ্রিক আয়**	**৪,৪৭০**	**২৩,৩১২**
শেয়ার প্রতি আয় (ই পি এস- প্রাথমিক (বেসিক)) টাকায়	**৫.৪৩**	**২৩.৪৫**

৪.৭ স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বিগত ১৯৬৫ সালে বিশ্বখ্যাত আমেরিকান তেল বাজারজাতকার প্রতিষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোং (ESSO) এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিগত ১৯৬৫ সালে এসো স্ট্যান্ডার্ড ইনকর্পোরেটেড (এসো) এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (এশিয়াটিক)- এর যৌথ উদ্যোগে ৫০:৫০ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে 'স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত। ৯৮,৮০০ টি সাধারণ শেয়ার নিয়ে এসো 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার এবং ৯৮,৮০০ টি সাধারণ শেয়ার নিয়ে এশিয়াটিক 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার।

বিগত মার্চ, ১৯৭৫ তারিখে 'এসো আন্ডারটেকিং এ্যাকুইজিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫'- এর আওতায় এসোর শেয়ার সরকার অধিগ্রহণ করে এবং বিপিসি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ মোতাবেক এসোর অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির ৯৮,৮০০ টি বি-ক্লাশ সাধারণ শেয়ার বিপিসি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে কোম্পানির ৫০% মালিকানা ''বি'' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথা- 'বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন' এবং অবশিষ্ট ৫০% মালিকানা ''এ'' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

কোম্পানির আর্টিকেলস অব এ্যাসোশিয়েশনের ৬৮ নং ধারা মোতাবেক 'এ' ক্লাশ ও 'বি' ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত সমসংখ্যক (দুইজন করিয়া মোট ৪ জন) পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদ গঠিত এবং ৭০ ধারা মোতাবেক "বি" ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত পরিচালকগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় দিক নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করে থাকে। কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এক্ষত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

অত্র প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ব্র্যান্ডের (লুব জোন) লুব্রিকেটিং অয়েল ব্লেন্ডিং সহ মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর চাহিদা মোতাবেক লুব্রিকেটিং অয়েল ব্লেন্ডিং পূর্বক সরবরাহ করে থাকে। অত্র প্রতিষ্ঠান বিপণন কোম্পানি হিসেবে সরকার নির্ধারিত মূলে বিটুমিন, এল পি গ্যাস, ডিজেল, ফার্ণেস অয়েল ও জেট ফুয়েল বিপণন করছে।

কোম্পানির জনবল

	অর্গানোগ্রাম মোতবেক (২০১৩ সালে অনুমোদিত)	বর্তমানে কর্মরত জনবল			মোট
		স্থায়ী	অস্থায়ী	খন্ডকালীন	
কর্মকর্তা	২০০	৫৭	৩৪	১	৯২
শ্রমিক-কর্মচারী	৩৪০	৭২	৭২	-	১৪৪
মোট	৫৪০ জন	১২৯	১০৬	০১	২৩৬ জন

Table- 2: Fuel Consumption by Public Sector Power Plants

Fiscal Year	Natural gas (Million cft)	Coal (1000 Ton)	Liquid fuel (million liter)	
			Furnace Oil	HSD, SKO & LDO
1995-96	106,593	-	76	201
1996-97	107,240	-	125	304
1997-98	120,376	-	109	320
1998-99	136,802	-	53	245
1999-00	141,330	-	137	111
2000-01	151,312	-	114	92
2001-02	151,577	-	102	66
2002-03	131,180	-	154	74
2003-04	134,482	-	209	114
2004-05	142,321	-	230	124
2005-06	153,920	190	205	150
2006-07	146,262	510	112	119
2007-08	150,992	450	137	111
2008-09	161,008	470	90	113
2009-10	166,557	480	10	125
2010-11	150,031	410	119	138
2011-12	151,048	450	183	60
2012-13	175,945	592	266	35
2013-14	183,522	540	425	173
2014-15	180,765	523	378	291
2015-16	207,838	489	450	231
2016-17	215,895	587	513	348
2017-18	211,342	825	615	795
2018-19	274,640	565	484	385
2019-20 (Up to January 2019)	154,384.58	542	429	11

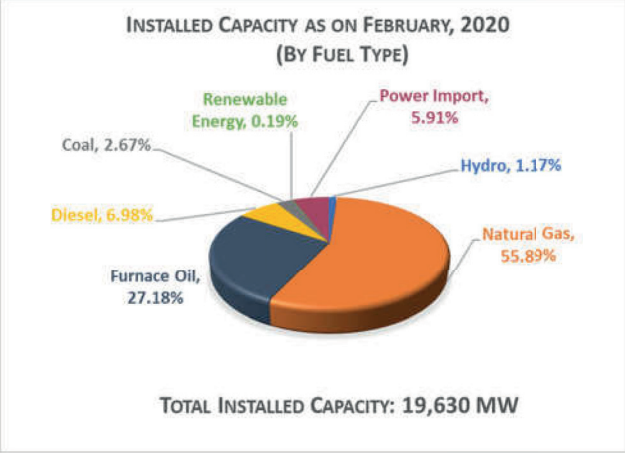

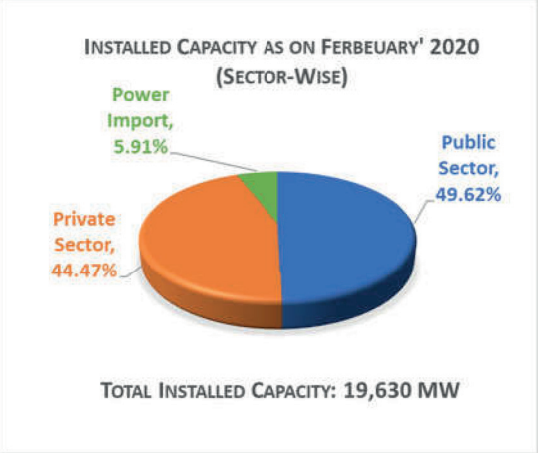

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

চেয়ারম্যানগণের নাম এবং কার্যকাল

ক্রমিক নম্বর	নাম	কার্যকাল	
		হইতে	পর্যন্ত
১.	জনাব এস, হাসান আহমেদ	৩১-১২-৭৬	০৬-১১-৮০
২.	জনাব নাসিম উদ্দিন আহমেদ	০৬-১১-৮০	২৫-০২-৮২
৩.	ব্রিগেডিয়ার এ, কে, এম, আজিজুল ইসলাম (অবঃ)	২৫-০২-৮২	০৬-০৮-৮২
৪.	জনাব মুফলেহুর রহমান ওসমানী	০৬-০৮-৮২	০৯-০১-৮৩
৫.	জনাব আজিম উদ্দিন আহমেদ	০৯-০১-৮৩	১২-০৩-৮৪
৬.	লেঃ কর্নেল হেসাম উদ্দিন আহমেদ, পিএসসি (অবঃ)	১২-০৩-৮৪	১৪-০৫-৮৭
৭.	ব্রিগেডিয়ার আবুল কাসেম (অবঃ)	১৪-০৫-৮৭	২৮-০২-৯০
৮.	জনাব মাহমুদ হাসান	০১-০৩-৯০	২২-০৯-৯০
৯.	জনাব এম, ফজলুলহক	২৩-০৯-৯০	১৫-০২-৯৮
১০.	জনাব মুমিনুল হক চৌধুরী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৯-০২-৯৮	২১-০৫-৯৮
১১.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	২১-০৫-৯৮	৩০-১১-০০
১২.	জনাব মোঃ সোলায়মান খান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১-১২-০০	২৬-০২-০১
১৩.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম	২৭-০২-০১	০২-০৫-০২
১৪.	জনাব মিজানুর রহমান	২৭-০৮-০২	২৮-১২-০২
১৫.	জনাব আব্দুস সাত্তার মিয়া (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৬-০৭-০৩	০৩-০৯-০৩
১৬.	জনাব এ, কে, এম জাফর উল্লা খান	০৩-০৯-০৩	২৮-০২-০৫
১৭.	জনাব মোঃ আবদুল করিম	২৮-০২-০৫	০৫-০৪-০৫
১৮.	জনাব আব্দুস সাত্তার মিয়া (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০৫-০৪-০৫	২০-০৪-০৫
১৯.	জনাব শেখ খুরশীদ আলম	২০-০৪-০৫	০৭-০৫-০৭
২০.	জনাব আনোয়ারুল করিম	২৮-০৫-০৭	১৪-০২-১১
২১.	মেজর মোঃ মোক্তাদীর আলী (অবঃ)	১৪-০২-১১	১৮-১০-১১
২২.	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	২৪-১০-১১	২২-১০-১২
২৩.	জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান	২৫-১০-১২	০৭-০১-১৫
২৪.	জনাব এ. এম. বদরুদ্দোজা	০৭-০১-১৫	২২-০২-১৬
২৫.	জনাব মোঃ মাহমুদ রেজা খান	২৩-০২-১৬	২৯-১২-১৬
২৬.	জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম	০১-০১-১৭	০৯-০৫-১৮
২৭.	জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন	০৯-০৫-১৮	২৩-০৯-১৮
২৮.	জনাব মোঃ সামছুর রহমান	২৩-০৯-১৮	২৬-১০-২০
২৯.	জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক	২৭-১০-২০	

OPPO F9 · ©md. shajahan
2020/12/20 15:12